Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন - হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: মনোয়ার হোসেন

রোলঃ 227010282

১৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন - হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: মনোয়ার হোসেন
রোলঃ 227010282

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ‘‘কুরআন - হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত’’ বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: মনোয়ার হোসেন, আইডিঃ 227010282 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কুরআন - হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মো: মনোয়ার হোসেন

আইডিঃ 227010282

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা :

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হলো অবস্থান করা। পারিভাষিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করে এবং ইবাদতে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় 'আকিফ' এবং 'মুতাকিফ' অর্থাৎ ইতিকাফকারী।

(লিসানুল আরব, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৫)

শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ মানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করা।(উমদাতুল কারি, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা : ১৪০)

ইতিকাফ হলো এমন একটি ইবাদত, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনেও এর কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় খলিল ইবরাহিম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন কাবা গৃহ নির্মাণের পর তাওয়াফ করতে এবং ইতিকাফকারী ও নামাজ আদায়কারীদের জন্য তা (আল্লাহর ঘর) পরিষ্কার রাখতে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং আমি ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে হুকুম করি, তোমরা আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র করো, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা আদায় করবে।

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৫)

মূলত রমজান মাস হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদতের বসন্তকাল এবং ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মৌসুম। যদিও এই মাস গুনাহগার ও নাফরমানদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুবর্ণ সুযোগের মাধ্যম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি নেক ও পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য রহমত, বরকত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মূল মাধ্যম। তাই আল্লাহ তাআলা রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফের মতো মহান ইবাদতের বিধান রেখেছেন। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি মহা উপহার।

যা পূর্ববর্তী নবী (আ.) থেকে সাহাবায়ে কিরামরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আমল করে এসেছেন। শরিয়তে ইতিকাফ হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। (আল ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১৩৬)

রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি স্বতন্ত্র সুন্নত এবং এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে যে রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা এর প্রতি যত্নবান ছিলেন। ইমাম জুহরি (রহ.) বলেন, অনেক আমল তো নবীজি (সা.) কখনো করেছেন আবার কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু মদিনায় হিজরত করার পর থেকে ওফাত পর্যন্ত রমজান মাসের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফের আমলটি তিনি কখনোই ছেড়ে দেননি।

অথচ বড়ই আশ্চর্য ও আফসোসের বিষয় হলো, এই মর্যাদাপূর্ণ আমলটির ব্যাপারে মানুষ তেমন গুরুত্ব দেয় না। (ফাতহুল বারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৫)

হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৫)

নবীপত্নীরাও নিজ নিজ ঘরে ইতিকাফ করতেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীরাও (সে দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৬)

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের মধ্যম দশকে ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৭)

ওফাতের বছর মহানবী (সা.) ২০ দিন ইতিকাফ করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি রমজানে ১০ দিন ইতিকাফ করতেন, কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছর তিনি ২০ দিন ইতিকাফ করেছেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৪৪)

এ ছাড়া ইতিকাফ হলো, আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে অবস্থান করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন, দুনিয়াবিমুখতা এবং আল্লাহর রহমতে সিক্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর ইতিকাফকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে আতা (রহ.) বলেন যে কোনো ব্যক্তি এসে কারো দরজায় কড়া নাড়ল এই বলে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিছু না দেওয়া হবে, ততক্ষণ সে এখান থেকে এগোবে না। অনুরূপভাবে ইতিকাফকারী ব্যক্তিও আল্লাহ তাআলার দরজায় কড়া নাড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা অর্জিত না হয়, ততক্ষণ সে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে ফিরে আসে না। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ২৬৯)

ইতিকাফের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) বলেন, মসজিদে ইতিকাফ হচ্ছে হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার পবিত্রতা ও চিত্তের নিষ্কলুষতা; চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা। ফেরেশতাদের গুণাবলি অর্জন এবং লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভসহ সব ধরনের ইবাদতের সুযোগ লাভের সর্বোত্তম উপায়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইতিকাফ পালন করেছেন এবং তাঁর পূতঃপবিত্র বিবিগণসহ সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই এই সুন্নতের ওপর আমৃত্যু আমল করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৪২)

সওয়াবের দিক থেকে ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদুল হারাম। এরপর মসজিদে নববী। তারপর মসজিদুল আকসা। এরপর যেকোনো জামে মসজিদ। তারপর যেকোনো পাঞ্জেগানা মসজিদ। তবে নারীদের জন্য ইতিকাফের স্থান হলো ঘরের নির্দিষ্ট কোনো পবিত্র স্থান। এ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি প্রযোজ্য। নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। কারণ বর্তমান যুগ ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগ। মসজিদে

পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার প্রবল আশঙ্কা এবং অনৈতিকতা, অশ্লীলতারও আশঙ্কা আছে। তাই বর্তমান যুগে নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরূহে তাহরিমি। (আল মাবসুত লিল সারাখসি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৫)

ই‘তিকাফ মানুষকে দুনিয়াবী ব্যস্ততা পরিহার করে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে দেয়। এতে আল্লাহর প্রতি মহববত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার গোনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ দিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল, এ মাসের শেষ দশকের বরকতময় রজনী ‘লায়লাতুল ক্বদর’ (ليلة القدر) যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। সেই রজনী পাবার জন্য ই‘তিকাফ এক বিশেষ ব্যবস্থা।

ইতিকাফের পরিচয়:

ই‘তিকাফ العَكْفُ ধাতু হ’তে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি‘আল-এর মাছদার। অর্থ : নিজেকে কোন স্থানে বদ্ধ রাখা। শারঈ পরিভাষায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ইবাদত ও তেলাওয়াতের মধ্যে বদ্ধ রাখাকে ই‘তিকাফ বলা হয়।[1] আর যে ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ থেকে মসজিদে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে তাকে বলা হয় মু‘তাকিফ (معتكف) বা আকিফ (عاكف)।[

ইতিকাফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইসলামে ইতিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,'আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আঃ)কে নির্দেশ দিলাম যে, আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও ইতিকাফকারীদের জন্য পবিত্র কর।'(সূরা বাকারা- ১২৫)

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-‘তোমরা স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করো না যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফ কর। ' (সূরা বাকারা - ১৮৭)।

অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য ইতিকাফ এক চমৎকার প্রশিক্ষণ। সুন্নাতসম্মত পন্থায় দুনিয়া বিরাগী হওয়ার এবং লাইলাতুল কদর তালাশ করার ক্ষেত্রে ইতিকাফ এর বিকল্প নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর রমজান মাসে ইতিকাফ করতেন।

আর উম্মতের জন্য রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া। যদি কোন মহল্লা থেকে একজন ব্যক্তি আদায় করে তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মহল্লার কেউ আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

একাধিক হাদিসে এসেছে - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الاواخر من رمضان.'হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ কর।' (বুখারী শরীফ, হাদিস নং ১০৭২)।

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ১৯৮১)।

অন্য হাদিসে এসেছে, عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل العشر أحيا الليل و أيقظ أهله وجد و شد المءزر.' হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জোড় প্রস্তুতি নিতেন। (সহিহ মুসলিম, বাবুল ই'তিকাফ)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقتل اعتكف عشرين.'হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি ই'তিকাফ করলেন না। তাই পরবর্তী বছর তিনি ইতিকাফ করলেন। (তিরমিযি শরীফ, হাদিস নং - ১০৭২)।

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.'হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর দশ দিন ইতিকাফ করতেন। অতঃপর যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন। (বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ১৯৯৭)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان.'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ১৯৮০)

সুতরাং এই হাদিসগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইতিকাফ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা তিনি জীবনের শেষ রমজান পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আদায় করেছেন। তাই আমাদের উচিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটি আঁকড়ে ধরা।

ইতিকাফের ফজিলতইতিকাফ মুমিনের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। হাদিসে এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে । যেমন :

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب و يجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেককারদের সকল নেকী তার জন্য লেখা হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, বাবুস সাওম)

عن عبدالله بن عباس رض. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف و من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خناديق أبعد ما بين الخافقين.'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ইতিকাফ করবে আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক সমান দুরত্ব সৃষ্টি করবেন, যা আসমান জমিনের দুরত্ব অপেক্ষা বেশি। (তবারানী শরীফ)।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشر في رمضان كان كحجتين و عمرتين.'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে দশ দিন ইতিকাফ করবে তার জন্য দুইটি হজ্জ ও দুইটি ওমরার সওয়াব লেখা হবে।' (বায়হাকী, হাদিস নং - ৩৬৮০)

উপরন্তু ইতিকাফকারী যদি রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রগুলোতে ইবাদত করে তাহলে অবশ্যই সে লাইতুল কদরের ফজিলত লাভ করবে। আর কদর রাতের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌمِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.ؕ

'কদরের রাত্র হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।'(সূরা ক্বদর - ০৩)

এছাড়াও ইতিকাফের মাধ্যমে ব্যক্তি সহজেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

ইতিকাফের প্রকারভেদ ও হুকুম১. ওয়াজিব ইতিকাফ। তা হলো মান্নত ই'তিকাফ। অর্থাৎ যে কয়দিন মান্নত করবে সে কয়দিন ইতিকাফ করা ওয়াজিব।২. সুন্নাত ইতিকাফ। এটা হলো রমজানের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ। রমজানের শেষ দশক দিনের ইতিকাফ করা সুন্নাতে মু'আক্কাদায়ে কিফায়া। মহল্লাবাসীর কোন একজন আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ আদায় না করলে মহল্লাবাসী সকলেই গুনাহগার হবে।উল্লেখ্য, রমজানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব থেকে সুন্নাত ইতিকাফ আরম্ভ হয়। আর যে দিন ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা যায় সে দিন শেষ হয়। যদি সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে সূর্যাস্ত হওয়া পর্যন্ত ইতিকাফে অবস্থান করা আবশ্যক।(ফাতাওয়ায়ে শামি ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯)৩. নফল ইতিকাফ। মান্নত ও রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ ব্যতীত অন্য সময়ের ইতিকাফ নফল পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ইতিকাফে সময়ের ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

ইতিকাফের শর্তসমূহ:

১. ইতিকাফের নিয়ত করা ।

২. রোজাদার হওয়া।

৩. জামাত হয় এমন মসজিদ হওয়া।

৪. মুসলমান হওয়া।

৫. আকেল ও জ্ঞানবান হওয়া।

৬. জানাবাত ও হায়েজ নেফাস থেকে পবিত্র থাকা।

৭. মহিলা তার ঘরে নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে ইতিকাফ করা।

৮. মহিলা ইতিকাফ অবস্থায় ঘর থেকে বের না হওয়া।

৯. মহিলাদের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া।

১০. ওয়াজিব ও সুন্নাত ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত কিন্তু নফল ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়।

১১. পাগল না হওয়া।(সূত্রঃ ফাতাওয়ায়ে শামি ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)।

ইতিকাফের আদবসমূহ:

☞ বেশি বেশি কুরআন ও হাদিস পাঠ করা।

☞ সিরাতুন্নবী সা. অধ্যয়ন করা।* আম্বিয়া আ.গণের জীবনী পাঠ করা।

☞ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া।

☞ গুনাহ হয় এমন কাজ না করা।

☞ সালিহীনদের কিতাবাদি পাঠ করা।

☞ বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা।

☞ শরয়ি আহকামের কিতাবাদি পাঠ ও রচনা করা।

☞ প্রয়োজন ছাড়া মুবাহ কথা না বলা। ইত্যাদি।(ফাতাওয়া ও মাসায়েল ই.ফা. ১ম খন্ড)

ইতিকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ:

১. ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

২. শরয়ি ও মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া। শরয়ি প্রয়োজন হলো: জুমার নামাজ, ফরজ গোসল ইত্যাদি। আর মানবীয় প্রয়োজন হলো : প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি।* ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে, এই সকল কাজ ছাড়া মসজিদের বাহিরে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। হোক সেটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত।

৩. ইতিকাফ অবস্থায় জানাযার নামাজে অংশগ্রহণ করা ।৪. ইতিকাফ অবস্থায় রুগী দেখতে যাওয়া।

৫. যে সকল কাজ মসজিদে করা সম্ভব, ঐ সকল কাজ করার জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া। যেমন, ঘুম, খাওয়া।৬. ইতিকাফ অবস্থায় পাগল বা বেহুশ হয়ে যাওয়া।৭. ইতিকাফ অবস্থায় কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

(সূত্র : হেদায়া, ফাতাওয়ায়ে শামি, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

নিষিদ্ধ কার্যাবলী:

১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করা মাকরূহ।

২ ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু মসজিদে উপস্থিত করা মাকরূহ। ৩.ইতিকাফ অবস্থায় কথা না বলাকে ইবাদত মনে করা মাকরূহ। তবে গুনাহ হয় এমন কথা পরিহার করা ওয়াজিব।

৪. ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা, স্পর্শ ও আলিঙ্গন করা বা সঙ্গম করা হারাম।

(সূত্র : ফাতাওয়ায়ে শামি ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

পরিশেষে বলা যায়, ইতিকাফের মতো একটি বরকতময় ইবাদাতে আমাদের অংশগ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করা এবং মহান রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করা খুবই প্রয়োজন। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইতিকাফ করার মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ই‘তিকাফের শারঈ বিধান:

ই‘তিকাফ (الإعتكاف) শরী‘আত নির্দেশিত একটি ইবাদত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود- ‘আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, এখানে অবস্থানকারীদের জন্য এবং রুকূকারী ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো’ (বাক্বারাহ ২/১২৫)। উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ই‘তিকাফের বিধান শরী‘আত সিদ্ধ ও প্রাচীন। বিধায় আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-কে ই‘তিকাফকারীদের জন্য আল্লাহর ঘরকে পাক-পবিত্র রাখতে বলেছেন।

নবী করীম (ছাঃ) প্রতি বছর দশ দিন ই‘তিকাফ করেন। এমনকি যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ই‘তিকাফ করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا، ‘রাসূল (ছাঃ) প্রতি রামাযান মাসে দশ দিন ই‘তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর বিশ দিন ই‘তিকাফ করেন’।[3]

ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য :

ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য হ’ল আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। নিজের গোনাহ মাফ করে নেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ’ল ই‘তিকাফ। তাবেঈ মাসরূক (রহঃ) বলেন, ব্যক্তির জন্য করণীয় হ’ল সে এমন কোন স্থানে একাকী হবে, যেখানে সে নিজের গোনাহ স্মরণ করে তা হ’তে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[4] এক্ষেত্রে ই‘তিকাফ এক উত্তম মাধ্যম। আর এর মাধ্যমে ‘লাইলাতুল ক্বদরকে’ অন্বেষণ করা যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবদরের রাত অন্বেষণের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হবার পূর্বে রামাযানের মধ্যেই দশ দিন ই‘তিকাফ করলেন। দশ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা গুটিয়ে ফেলা হ’ল। অতঃপর তিনি জানতে পারেন যে, তা শেষ দশ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তাবু খাটানো হ’ল। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে ক্বদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু দু’ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হ’ল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ কর।[5]

ই‘তিকাফের প্রকারভেদ :

সাধারণত রমজানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফের প্রচলন থাকলেও সারা বছর ইতিকাফ করা যায়। ইসলামী বিধানে ইতিকাফের তিনটি প্রকার রয়েছে। তাহলো-

১. ওয়াজিব : ওয়াজিব ইতিকাফ হলো, মানতের ইতিকাফ; অর্থাৎ কেউ যদি মানত করে, 'আমার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হলে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ার্থে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করব।' কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে গেলে অবশ্যই ইতিকাফ করতে হবে। এই ইতিকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত। রোজা ছাড়া এই ইতিকাফ আদায় হবে না।ওয়াজিব ই‘তিকাফ হ’ল, যা ই‘তিকাফকারী নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। যেমন যদি কেউ কোন ভালো কাজের উদ্দেশ্যে ই‘তিকাফ করার মানত করে তাহ’লে তার মানত পূরণ করা আবশ্যক। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ عُمَر سَأَلَ النَّبِىُ صَلَّ اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيلةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِك- ‘ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ই‘তিকাফ করার মানত করেছিলাম (আমি কি তা পূরণ করব?) নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মানত পূরণ কর’।(7)

কোনো মান্নতের দরুণ ওয়াজিব হয়। যেমন কেউ বললো, এ কাজটি সমাধা হলে এত দিনের ই'তিকাফ করবো অথবা আমার ওপর এত দিনের ই'তিকাফ জরুরি করে নিলাম। অর্থাৎ অবশ্যই এত দিনের ই'তিকাফ করবো।

ইয়া'লা বিন উমায়্যা র. বর্ণনা করেন,

عن يعلى بن أمية رضي الله عنه : إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف

আমি মসজিদে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করি শুধু ই'তিকাফ করার উদ্দেশে। মুসান্নাফ আব্দুর রজ্জাক:৮০০৬, ইবনু আবী শাইবা:৩/৮৯, আখবারু মাক্কা: ১২৭৯ সনদ সহীহ

২. সুন্নতে মুয়াক্কাদা : সুন্নতে মুয়াক্কাদা ইতিকাফ হলো, মাহে রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ। এটি মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে কমপক্ষে একজন মানুষ হলেও আদায় করতে

হবে। নতুবা সবাই গুনাহগার হবে।এটি সর্বসম্মতক্রমে সুন্নাত। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আমার জানামতে কোনো

আলিম সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। মাসাইলু আহমাদ লি আবী দাউদ:পৃ. ৯৭সুন্নাত ই‘তিকাফ হ’ল যেটা রাসূল (ছাঃ), তাঁর স্ত্রীগণ এবং ছাহাবায়ে কেরাম করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, اَنَّ النَّبِيَ النَّبِىُ صَلَّ اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اِعْتَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه - ‘রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রামাযান মাসের শেষ দশ দিন ই‘তিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণ ই‘তিকাফ করেছেন’।(৪)

৩. মুস্তাহাব : মুস্তাহাব ইতিকাফ হলো, কিছুক্ষণের জন্য ইতিকাফের নিয়ত করে মসজিদে অবস্থান করা। এটা অত্যন্ত বরকতময় ও সওয়াবের কাজ। এর জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা ই'তিকাফ করা যায়। উলামায়ে কিরাম বলেন, যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই ই'তিকাফের নিয়্যত করবে, যাতে ই'তিকাফের সওয়াব পাওয়া যায়।স্বাভাবিকভাবে সবাই মসজিদে প্রবেশ করার সময় ইতিকাফের নিয়ত করলে ইতিকাফও আদায় হবে, সওয়াব পাওয়া যাবে। (বেহেশতি জেওর : ২৭০)

ই‘তিকাফের স্থান :

মসজিদেই ই‘তিকাফ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ- ‘আর যতক্ষণ তোমরা ই‘তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই‘তিকাফ করতেন। তদ্রূপ তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদে ই‘তিকাফ করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيَ النَّبِىُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصْغِى اِلَى رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ، ‘মসজিদে ই‘তিকাফরত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম’।[9]

যে কোন মসজিদে ই‘তিকাফ করা জায়েয।[10] কেননা আল্লাহ তা‘আলা সাধারণভাবে (فِى الْمَسَاجِدِ) ‘মসজিদ সমূহে’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭) উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস এবং হাসান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ছালাত (তথা জামা‘আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত ই‘তিকাফ হবে না।[11]

ই‘তিকাফকারীর মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়া : ই‘তিকাফ স্থলে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন।[12] আর শেষ দশক বলতে শেষ দশ রাত্রিকে বুঝানো হয় (সূরা ফজর ২)। আর ২০ তারিখ সুর্যাস্তের মাধ্যমে ২১ তারিখ শুরু হয় এবং ১লা শাওয়ালের চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। কোন কোন বিদ্বান আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (ছাঃ) ই‘তিকাফের ইচ্ছা করলে ফজরের ছালাত আদায় করার পর তাঁর ই‘তিকাফস্থলে প্রবেশ করতেন[13] মর্মে বর্ণিত হাদীছটি থেকে ফজরের পর ই‘তিকাফ শুরুর ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেও তার জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূল (ছাঃ) আগের দিন সূর্যাস্তের সময় মসজিদে প্রবেশ করে ফজর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন এবং এরপর স্বীয় ই‘তিকাফস্থলে একাকী হ’তেন।[14]

মহিলাদের ই‘তিকাফের বিধান :

মহিলাদের জন্য ই‘তিকাফ করা শরী‘আত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাস শেষ দশদিন ই‘তিকাফ করবেন বলে উল্লেখ করলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে ই‘তিকাফের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।[15] তিনি আরো বলেন, اَنَّ النَّبِيَ النَّبِىُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اِعْتكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্য পর্যন্ত রামাযান মাসের শেষ দশদিন ই‘তিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই‘তিকাফ করেছেন’।[16] অতএব নিরাপদ পরিবেশ ও পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকলে মহিলারাও ই‘তিকাফ করতে পারবে।

ই‘তিকাফ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শর্ত :

ক. স্বামীর অনুমতি : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলারা ই‘তিকাফ করতে পারবে না। যেমন আয়েশা (রাঃ) ই‘তিকাফের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তদ্রূপ হাফছাহ ও যায়নাব (রাঃ)ও অনুমতি চেয়েছিলেন।[17]

খ. ফিৎনার আশংকা না থাকা : মহিলার জন্য ই‘তিকাফ করা বৈধ হবে না, যদি তার ব্যাপারে কোন আশংকা কিংবা তার কারণে অন্য কোন পুরুষ ফিৎনায় পড়ার আশংকা থাকে। সব ধরনের ফিৎনা থেকে নিরাপদ হ’লে মহিলাদের ই‘তিকাফ করা বৈধ হবে।[18]

মহিলাদের জন্য পর্দা দিয়ে মসজিদে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ যখন ই‘তিকাফ করতেন তখন মসজিদে তাদের জন্য আলাদা তাঁবু টাঙ্গানো হ’ত। কেননা মসজিদে পুরুষরা ছালাতের জন্য উপস্থিত হয়। তাই মসজিদে মহিলাদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ প্রয়োজন যেখানে পুরুষরা তাদেরকে দেখতে পাবে না। মূলতঃ মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকাই উত্তম।[19]

যেসব কাজ করলে ই‘তিকাফ বাতিল হয় :

নিম্নোক্ত কাজের যে কোন একটি করলে ই‘তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন-

(ক) স্ত্রী সহবাস : স্ত্রী সহবাস করলে ই‘তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।[20] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ‘আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই‘তেকাফ অবস্থায় থাক’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

(খ) শারঈ ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া : ই‘তিকাফকারী কোন অবস্থাতেই মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা এবং শারঈ কোন ওযর থাকলে বের হ’তে পারবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيَ النَّبِىُ صَلَّ اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم يُصْغِى اِلَى رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِض، ‘মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম’।[21] তিনি আরো বলেন,

اَلسُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ : اَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا، ولاَ يَشْهَدَ جَنَا زَةً، وَلاَ يَمَسَّ إِمْرَأَةً، وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ،اِلاَّ لمَا لَابُدَّ مِنهُ، وَلَا اِعْتِكَاف اِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اِعْتِكَاف اِلَّافِى مَسْجِدٍ جاَمِع،

ই‘তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, সে কোন রোগীর সেবা করতে মসজিদ থেকে বের হবে না। কোন জানাযায় উপস্থিত হবে না। স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। (শারঈ) প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না। ছিয়াম ব্যতীত কোন ই‘তিকাফ নেই। জামে মসজিদ ব্যতীত কোন ই‘তিকাফ নেই।[22]

ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ :

ক. মসজিদের একাংশে তাঁবু টাঙ্গানো : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন আয়েশা (রাঃ) মসজিদে তাঁবু টাঙ্গিয়ে দিতেন।[23] মসজিদের পিছন দিকে ই'তিকাফকারী ছোট্ট তাঁবু টানিয়ে সেখানে ই'তিকাফ করতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর জন্য একটি তাঁবু (خِبَاءً) তৈরি করে দিতেন। আর এটি তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশেই করতেন।[24] তিনি একবার একটি তুর্কী তাঁবুতে ই'তিকাফ করেছিলেন। যার দরজায় একটি চাটাই ঝুলানো ছিল।[25]

খ. মসজিদে ওযূ ও গোসল করা : রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস (রাঃ) বলেন, تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الَمَسْجِدِ وُضُوْءًا خَفِيْفًا، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব অল্প পানি খরচ করে মসজিদে ওযূ করেছেন।[26]

গ. মসজিদে বিছানার ব্যবস্থা করা : ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে বিছানা বিছানো যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا- 'একুশতম দিনের সকালে আমরা আমাদের বিছানা পত্র সরিয়ে দিলাম'।[27]

ঘ. শারঈ প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া : মসজিদে পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা না থাকলে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে। এছাড়া শারঈ কোন

প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে।[28]

ঙ. স্ত্রীর সাথে কথা বলা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রী ছাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। ছাফিয়া (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে অনেক্ষণ কথা বললেন। এরপর তিনি উঠে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে উঠলেন এবং মসজিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।[29]

ঙ. মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা জায়েয : মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা জায়েয। তবে তাকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন মসজিদে নাপাকী না লাগে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর এক মুস্তাহাযা স্ত্রী ই‘তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর লাল ও হলুদ বর্ণের রক্ত প্রবাহিত হ’ত। ছালাত আদায়কালে আমরা অনেক সময় তাঁর নীচে পাত্র রাখতাম।[30]

ই'তিকাফকারীর শিষ্টাচার :

ই'তিকাফকারীর জন্য করণীয় হ'ল, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থেকে বেশী বেশী ছালাত আদায়, ক্বুরআন তেলাওয়াত, যিকির এবং আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর অন্বেষণ করা। শুধু ঘুমালে ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হাছিল হবে না। অনেককে দেখা যায়, ই'তিকাফে বসে দুনিয়াবী অহেতুক কথা, কাজ বা খোশ-গল্পে মত্ত থাকে, যা ই'তিকাফের বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের ই'তিকাফ এরূপ ছিল না।

রেফারেন্স:

[1]. ফিক্বহুস্ সুন্নাহ্ ১ম খন্ড, (কায়রো, মিশর : দারুল ফাতাহ), পৃঃ ৫৩৯।

[2]. আল-মিছবাহুল মুনীর ২/৪২৪; লিসানুল আরব ৯/২৫২।

[3]. বুখারী হা/২০৪৪; ছহীহ ইবনু খুযাইমা হা/২২২১।

[4]. সিলসিলা আছারুছ ছহীহাহ, আছার নং ৩৪৫।

[5]. বুখারী হা/২০১৮; মুসলিম হা/১১৬৭।

[6]. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ১/৫৪০ পৃঃ।

[7]. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২।

[8]. বুখারী হা/২০৩২।

[9]. বুখারী হা/২০২৮; মুসলিম হা/২৯৭)।

[10]. ছহীহ্ ফিকহুস্ সুন্নাহ্ পৃঃ ১৫১।

[11]. বায়হাক্বী হা/৮৩৫৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্রঃ মির‘আত হা/২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬।

[12]. বুখারী হা/২০২৫, মুসলিম; মিশকাত হা/২০৯৭।

[13]. আবুদাঊদ হা/২৪৬৪, ইবনু মাজাহ হা/১৭৭১।

[14]. নববী, শরহ মুসলিম ৮/৬৮, ফিক্হুস সুন্নাহ ২/৪৩৭।

[15]. বুখারী হা/২০৪১-৪৫।

[16]. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২।

[17]. বুখারী হা/২০৩৩, ২০৪১-৪৫; মুসলিম হা/১১৭২-৭৩।

[18]. ছহীহ্ ফিকহুস্ সুন্নাহ্ পৃঃ ১৫২।

[19]. ফিকহুস্ সুন্নাহ লিন্নিসা (মাকতাবাতুত্ তাওফিকিয়্যাহ), পৃঃ ২৪৭।

[20]. তাফসীরে কুরতুবী, বিদয়াতুল মুজতাহিদ ১/৪৭০; ফতহুল বারী ৪/২৭২; আস-সায়লুল জারার ২/১৩৬।

[21]. বুখারী হা/২০২৮।

[22]. আবু দাউদ হা/২৪৭৩ সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী ৪/৩১৫।

[23]. বুখারী হা/২০৩৩।

[24]. বুখারী, হা/২০৩৩; মুসলিম, হা/১১৭৩।

[25]. মুসলিম, হা/১১৬৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/২১৭১, ২২১৯।

[26]. ছহীহ্ আহমাদ ৫/৩৬৪।

[27]. বুখারী হা/২০৪০।

[28]. আবূদাঊদ হা/২৪৭৩।

[29]. বুখারী হা/২০৩৫; ছহীহ্ মুসলিম, হা/২১৭৫।

[30]. বুখারী হা/৩০৯; সুনান দারেমী হা/৮৭৭।

শামী:৩/৪২৮

ই'তিকাফের ফাযাইল:

ই'তিকাফ বলে, ইবাদতের নিয়্যতে পবিত্র অবস্থায় পুরষগণ জামাতের মসজিদে আর মহিলাগণ ঘরের মসজিদে অবস্থান করাকে। দুররু মুখতার ও ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য হলো, সংসার জগতের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন করা। স্বীয় নক্সকে আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করে মনিবের দুয়ারে পড়ে থাকা।

ই'তিকাফের নিয়ম ইসলামেরও পূর্বের থেকে চলে আসছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود. এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গিকার নিয়েছিলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকু ও সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো। সূরা বাকারা: ১২৫

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا.

তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করার সময় স্ত্রীদের সাথে মিলন করো না। এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা সে সীমার নিকটেও যাবে না। সূরা বাকারা: ১৮৭ নবুওয়াতের পূর্বে নবীজী স. ও তাঁর পূর্ব

পুরষগণ গারে হিরায় ই'তিকাফ করতেন। ই'তিকাফের কিছু ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে, তবে সর্বোপরি হচ্ছে, নবীজী স. মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি রমাযানে ই'তিকাফ করেছেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, লাইলাতুল কদর রমাযানের শেষ দশকে হয়। ই'তিকাফ করলে এটি পাওয়ার সম্ভবনা বেশি। তাই তো নবীজী স. শেষ দশক শুরু হলে নিজে খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতেন। ১. আয়িশা র. বর্ণনা করেন,

-صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

أَنَّ النَّبِي ّ َ নবীজী স. মৃত্যু পর্যন্ত রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন, নবীজী স.-এর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করতেন। বুখারী: ২০২৬, মুসলিম: ২৮৪১, আবু দাউদ: ২৪৬৪ সনদ সহীহ

২. উবাই বিন কা'ব র. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

নবীজী স. রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন, এক বছর সফর করলেন, তাই ই'তিকাফ করেন নি। আগামি বছরে বিশ দিন ই'তিকাফ করলেন। আহমাদ: ২১৩১৪, আবু দাউদ: ২৪৬৩, নাসায়ী কুবরা: ৮৮২৭, ইবনু হিব্বান: ৩৬৬৩, ইবনু খুযাইমা: ২২২৫, ইবনু মাজা:১৭৭০, মুসতাদরকু হাকিম: ১৬০২সনদ সহীহ ৩. আয়িশা র. বর্ণনা করেন,

قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ِمَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِه. রসূলুল্লাহ স. শেষ দশকে যে পরিমাণ ইবাদতের জন্য মেহনত করতেন অন্য সময় তা করতেন না। মুসলিম: ২৮৪৫, তিরমিযী: ৭৯৬, ইবনু খুযাইমা: ২২১৫, আহমাদ: ২৬২৩১ সনদ সহীহ

৪. আয়িশা র. বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا َاللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَر . যখন রমাযানের শেষ দশক শুরু হতো তখন নবীজী স. রাত জাগতেন, স্ত্রীদের জাগ্রত করতেন এবং ইবাদতে মেহনত করতেন- লুঙ্গি বেঁধে নিতেন। বুখারী: ২০২৪, মুসলিম: ২৮৪৪, আবু দাউদ: ১৩৭৮ সনদ সহীহ

৫. ইবনু আব্বাস র. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. ইরশাদ করেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرَي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ই'তিকাফকারী যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে এবং তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকি লিখা হয়, যা আমলকারীর জন্য লিখা হয়। ইবনু মাজা: ১৭৮১ সনদে

সামান্য দুর্বলতা আছে।

৬. ইবনু আব্বাস র. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. ইরশাদ করেন,

ِمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَةَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এক দিন ই'তিকাফ করবে আল্লাহ তাআলা তার এবং জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক দুরত্ব সৃষ্টি করবেন। এক

খন্দক হচ্ছে পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত বা আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকেও অধিক।

তবারনী আউসাত: ৭৩২৬, বাইহাকী শুআবুল ঈমান: ৩৯৬৫, হাকিম, কান্য: ২৪০১৯ হাইছামী রহ. সনদ জায়্যিদ-ভালো বলেছেন। ৭. হুসাইন বিন আলী র. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. ইরশাদ করেন,

ِاعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّتَيْنِ وعُمْرَتَيْنِ

রমাযানের দশ দিনের ই'তিকাফ দুই হজ্ব ও দুই উমরার মতো।

তবারানী কাবীর: ২৮৮৮, বাইহাকী শুআবুল ঈমান: ৩৯৬৬, কান্য: ২৪০০৬, মাজমা': ৫০২৫, আল ফাতুহুল কাবীর: ১৯৬৫। সনদ অত্যান্ত দুর্বল, তবে এর মর্মার্থ ঠিক আছে, কেননা শেষ দশকে ই'তিকাফের দরুন লাইলাতুল কদর নসীব হলে হাজার মাস ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম, যার সওয়াব নিঃসন্দেহে দুই হজ্ব-উমরা থেকে অনেক গুণে বেশি। ফাইযুল ক্বদীর লিল মুনাবী রহ.।

৮. আয়িশা র. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. ইরশাদ করেন,

ِمنِ اعْتَكَفَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় ই'তিকাফ করবে তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ হবে। জামে সগীর: ৮৪৮০, দীলামী: ৭৯৮১, কান্য: ২৪০০৭ সনদে মাজহুল রাবী থাকায় দুর্বল।

ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়া এবং নফল। শামী:৩/৪৩০

রমাযানের ই'তিকাফ নফল নাকি ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত রমাযানের শেষ দশকে যে ই'তিকাফ করা হয়, তা এক দিক দিয়ে নফলের মতো আরেক দিক দিয়ে ওয়াজিবের মতো। নফল যেমন সবাইকে করতে হয়, যার মনে চায় সে করবে তেমনি শেষ দশকের ই'তিকাফও যার ইচ্ছা সে করবে। এ কারণে কিছু কিতাবে সুন্নাত ই'তিকাফকেও নফলের মধ্যে গণ্য না করেছেন। ওয়াজিব ই'তিকাফ যেমন পালনীয় তেমনিভাবে শেষ দশকের ই'তিকাফও একজনকে হলেও পালন করতে হয়, নতুবা সবাই গুনাহগার হয়। ওয়াজিব ই'তিকাফে যেমন মসজিদ থেকে বের হওয়া যায় না, তেমনিভাবে হাদীছে শেষ দশকের ই'তিকাফে প্রয়োজন ছাড়া বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার

শুরু করার দ্বারা সেটি জরুরি হয়ে যায়, এদিকে লক্ষ্য করে শেষ দশকের ই'তিকাফের হুকুমগুলি ওয়াজিবের মতো। অনেক কিতাবে একটির হুকুম

আরেকটির সঙ্গে যুক্ত করায় পাঠকগণ বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাই বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখা উচিত।

উমদাতুলকারী শরহে বুখারী এবং ফাতাওয়ায় শামীতে নফলের মধ্যে সুন্নাতকে গণ্য করায় অনেকে মনে করেন যে, সুন্নাত ই'তিকাফের সব হুকুমও নফলের মতোই যেমন, মসজিদে থেকে বের হওয়া ইত্যাদি। মূলত বিষয়টি এমন নয়।

ফুকাহায়ে কিরাম শেষ দশকের ই'তিকাফের জন্য চারটি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন: ক. কুরবাতে মাশরূআহ। খ. সুন্নাত। গ. ইস্তিহ্বাব। ঘ. নফল। এ চারটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা কুরবাতে মাশরূআহ দ্বারা উদ্দেশ্য জায়িয ইবাদতসমূহ, এর মধ্যে ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল সবই অন্তর্ভুক্ত। যারা সুন্নাত বলেছেন তারা মূলত মূল হুকুমটিই বর্ণনা করেছেন, কেননা শেষ দশকের ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইসতিহ্বাব হচ্ছে পছন্দনীয় আমল। এর ব্যবহার সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, যায়িদাহ এবং নফলের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। সুতরাং ইসতিহবাবের মধ্যেও সুন্নাত অন্তর্ভুক্ত আছে। নফল অনেক ক্ষেত্রে ফরযের মোকাবালায় আসে, তখন নফলের মধ্যে ফরয ব্যতিত সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই ফাতওয়ার কিতাবে যেখানে নতফল বলা হয়েছে সেখানে ফরয ব্যতিত উদ্দেশ্য। সুতরাং এর মধ্যেও সুন্নাত নিহীত। কাসিমিয়্যা: ১১/৫৮৩

ই'তিকাফের মাসাইল:

১. ই'তিকাফ নষ্ট হলে হুকুম: সুন্নাত ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তীতে তার কাযা করতে হবে কি না? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এর কাযা জরুরি নয় তবে করা ভালো। পক্ষান্তরে অনেকে বলেন, রোযা অবস্থায় তার কাযা করা জরুরি। এর ওপরই ফাতওয়া। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, একদিনের ই'তিকাফ নষ্ট হলে কত দিনের ই'তিকাফ করতে হবে। শুধু ঐ দিনের নাকি পুরা দশ দিনের। গ্রহণযোগ্য মতানুসারে শুধু ঐ দিনের ই'তিকাফের কাযা করলেই যথেষ্ট। তবে একটি নষ্ট করলেও পুরা দশ দিনের কাযা করা উত্তম। শামী: ৩/৪৩৪, হিন্দিয়া: ১/২১৩ (أما النفل) قوله: أي الشامل للسنة المؤكدة ح . قلت : قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الاخيرة، ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع. تأمل. ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال : ومقتضى النظر لو شرع في المسنون : أعني العشر الاواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نقل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما اه: أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الاول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي إلا ركعتين كقولهما، نعم اختار في شرح المنية قضاء الاربع اتفاقا في الراتبة كالاربع قبل الظهر والجمعة، وهو اختيار الفضلى، وصححه في النصاب، وتقدم تمامه في النوافل، وظاهر الرواية خلافه، وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع، وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف، أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه، وإنما قلنا : أي باقية بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين. والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما بناء على لزوم صومه، بخلاف الباقي لان كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه. تأمل. رد المحتار .

আয়িশা র. বর্ণনা করেন,

ابْنَهُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِنَاءٍ فَبُنِي لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَيَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةً وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

নবীজী স. রমাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ করার আলোচনা করলেন, আয়িশা র. ই'তিকাফ করার অনুমতি চাইলেন তো তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর হাফসা র. আয়িশা র.কে বললেন, তুমি হাফসার জন্য অনুমতি চাও, হাফসা র. ই'তিকাফ করলেন। যখন যাইনাব র. এটি দেখে তিনিও ই'তিকাফের পর্দা লটকাতে বললেন। তাঁর পর্দা লটকানো হলো। নবীজী স. নামাযের পর স্বীয় ই'তিকাফের পর্দায় চলে যেতেন। নবীজী স. অনেক পর্দা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলি কার? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আয়িশা, হাফসা এবং যাইনাব র. এর। নবীজী স. বললেন, তাঁরা কি এর দ্বারা নেকির নিয়্যত করেছে!! আমি ই'তিকাফ করবো না। এরপর তিনি মসজিদ থেকে ফিরে গেলেন। ঈদের পর শাউওয়াল মাসে ১০দিনের ই'তিকাফ করলেন। বুখারী: ২০৪৫, মুসলিম: ২৮৪২, নাসায়ী কুবরা: ৩৩৪৫, সনদ সহীহ

সুন্নাত ই'তিকাফের সঙ্গে কাযা ই'তিকাফের নিয়্যত করলে কাযা আদায় হবে না। এর সূত্র হলো, ফরয-ওয়াজিবের সঙ্গে সুন্নাত-মুস্তাহাব যুক্ত হতে পারে না। ই'তিকাফ নষ্ট করার দরুণ তা ওয়াজিবে পরিণত হয়েছে। তাই এখন সুন্নাতের সঙ্গে নিয়্যত করলে সহীহ হবে না। আল-আশবাহ, শামী: মাহমুদিয়া:১৫/২৫৮

২. ই'তিকাফ অবস্থায় মারা গেলে, হায়িয বা কঠিন অসুস্থ হলে: ই'তিকাফ অবস্থায় মারা গেলে তার পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তিকে ই'তিকাফ করতে হবে না

এবং ফিদিয়াও দিতে হবে না। হায়িয বা অসুস্থতার দরুণ ই'তিকাফ করা সম্ভব না হলে ই'তিকাফ ছেড়ে দিবে পরবর্তীতে সুস্থ হলে রোযাসহ উক্ত দিনগুলির কাযা করবে, কিন্তু এ অবস্থায় অন্যের মাধ্যমে ই'তিকাফ করালে তা সহীহ হবে না। কাসিমিয়্যা: ১৩/৫৬১

না আসার জন্য ঔষধ সেবন করা বৈধ, কিন্তু তা ক্ষতিকর, তাই ঔষধ সেবন না করাই ভালো। কাসিমিয়্যা: ১৩/৫৬১

হায়িয ৩. সুন্নাত-ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। তাই মান্নাত, রমাযানের ই'তিকাফ বা কাযা ই'তিকাফ করতে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। শামী:৩/৪৩১, বাদায়ে: ২/২৭২

আতা রহ. বর্ণনা করেন, . عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ : الْمُعْتَكِفُ يَصُوم ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমর র. বলেন, ই'তিকাফকারী রোযা রাখবে।

আব্দুর রজ্জাক:৪/৩৫৩, বাইহাকী কুবরা:৮৮৪৭, ইবনু আবী শাইবা: ৩/৮৭, সনদ সহীহ ইবনু হাজার রহ.

উল্লেখ্য, ইবনু আব্বাস র. থেকে রোযা শর্ত না হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। এর উত্তর, এখানে উল্লেখিত বর্ণনাটি মুহাররিম (নিষিদ্ধ) আর শর্ত না হওয়াটি মুবীহ (বৈধ) আর মুবীহ-মুহাররিমের বিরোধ হলে মুহাররিম বর্ণনাটি প্রাধান্য পায়, তাই রোযা রাখার বর্ণনাটি প্রাধান্য আর এতেই অধিক সতর্কতা। ই'লাউস সুনান: ৯/১৮১

কোনো কারণে রমাযানে রোযা নষ্ট হলে ঐ দিনের ই'তিকাফও নষ্ট হবে। সুতরাং পরবর্তীতে রোযা অবস্থায় ঐ দিনের ই'তিকাফ কাযা করবে।

কাসিমিয়্যা: ১১/৫৬৯

৪. নাবালেগ, ভাড়াটে বা মহিলা দ্বারা ই'তিকাফের হুকুম: রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া, অর্থাৎ পুরা এলাকা থেকে একজন করলেও অন্যদের থেকে আদায় হয়ে যাবে আর কেউ না করলে সবার ওপর সুন্নাত ছেড়ে দেয়ার গুনাহ বর্তাবে। নাবালেগ, বা বাড়িতে-মসজিদে মহিলাগণ ই'তিকাফ করলে এর দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে না। এমনিভাবে কাউকে অর্থ দিয়ে ই'তিকাফে বসালে ই'তিকাফকারীরও সওয়াব হবে না আবার এলাকাবাসির থেকেও সুন্নাত আদায় হবে না। ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১৫/৩০৮,

৫. অন্য এলাকার কেউ ই'তিকাফ করার হুকম: অন্য এলাকার কোনো ব্যক্তি ই'তিকাফ করলেও উক্ত মসজিদের আওতাভুক্ত এলাকাবাসী থেকেও সুন্নাত আদায় হবে, তবে এলাকাবাসীর জন্য উচিত হলো, নিজ মহল্লার কোনো ব্যক্তি ই'তিকাফে বসবে। মাহমুদিয়া: ১৭/১৭১

৬. ই'তিকাফের শুরু সময়: চার বড় ইমাম: আবু হানীফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমাদ এবং বড় বড় মুহাদ্দিছীনে কিরামের মত হলো ২০ রমাযানে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। এটিই হাদীছের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্য। কেননা শেষ দশকে ই'তিকাফ ঐ সময় সম্ভব যদি ২১তারিখ শুরু হওয়ার (

মাগরিবের) পূর্বে মসজিদে অবস্থান করা হয়, পরের দিন গেলে এ হাদীছের অর্থ ঠিক থাকে না।

তাই মাগরিবের পরে মসজিদে গেলে সুন্নাত আদায় হবে না। দারুল উলূম:৬/৫০৬

উল্লেখ্য, একটি হাদীছে আছে, নবীজী স. ফজরের নামায পড়ে ই'তিকাফের জায়গায় বসতেন। এর উত্তর, হয়তো নবীজী স. মাগরিবের পূর্বেই মসজিদে অবস্থান করেছেন আর ফজরের পর ই'তিকাফের জন্য পর্দা দিয়ে নির্দিষ্ট করা জায়গায় অবস্থান করেছেন, অথবা ২০ তারিখে ফজরের নামাযের পর মসজিদে

অবস্থান করেছেন। যাতে ভালো কাজে দ্রুত সময়ে অবস্থান করা যায়। এর বিপরীতে একটি হাদীছও পাওয়া যাবে না, যেখানে স্পষ্টকরে বলা আছে, ২১ তারিখের ফজরের পর ই'তিকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান করেছেন। তাই উক্ত হাদীছ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। ই'লাউস সুনান: ৯/১৮৫, ফাতহুলবারী, উমদাতুলকারী

ই'তিকাফের শেষ সময়:

ঈদের চাঁদ দেখা গেলে ই'তিকাফ থেকে বের হওয়া যায়, তবে ফজরের পর বের হওয়াটা পছন্দনীয়। ইবরাহীম নাখয়ী রহ.সহ অনেক উলামায়ে কিরাম ঈদের দিন বের হতেন। হাদীছে ঈদের রাতে জাগ্রত থাকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যেমন, যে ব্যক্তি ঈদের দুই রাত জাগ্রত থাকবে তার অন্তর মরবে না যে দিন সকল অন্তর মারা যাবে। তাই এই রাতের ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে মসজিদেই থাকা উত্তম হবে।

৭. সুন্নাত ই'তিকাফ কত দিন: পূর্ব বর্ণিত হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, নবীজী স. সর্বদা শেষ দশকের ই'তিকাফ করেছেন, এর কম করেননি। তাই সুন্নাত ই'তিকাফ করতে হলে শেষ দশকের সব দিনই করতে হবে। সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে, এক দিন বা তিন দিন থাকলেও ই'তিকাফ হবে। এটি ভুল কথা। হ্যাঁ নফল ই'তিকাফ হবে, কিন্তু সুন্নাত ই'তিকাফ আদায় হবে না।

ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/১৫৪ কাসিমিয়্যা: ১৩/৫৬০

৮. ই'তিকাফের জন্য উত্তম মসজিদ: সর্বোত্তম হলো, বাইতুল্লাহ, এরপর মসজিদে নববী স. এরপর মসজিদে আকসা, এরপর জামে মসজিদ, এরপর মহল্লার মসজিদ এরপর যেখানে বেশি মুসল্লি হয়। শামী: ৩/৪২৯

৯. ই'তিকাফের স্থান: পুরুষদের জন্য ই'তিকাফের স্থান হলো, শরয়ী মসজিদ। শরয়ী মসজিদ বলে, যা স্থায়ীভাবে মসজিদের জন্যই ওয়াকফকৃত এবং যে

মসজিদে ইমাম-মুয়াযযিন আছে। সুতরাং নামায ঘরে বা মার্কেটের উপরে নামাযের জন্য যে জায়গা করে দেয়া হয় (যার নিচের অংশ মসজিদের নয়) বা ওপর তালায় মসজিদের নিয়্যত করা হয়েছে, কিন্তু নিচ তালায় মসজিদের নিয়্যত করা হয়নি তবে

নামায পড়া হয়, তাহলে নিচ তালায় এবং উপরোল্লিখিত এমন মসজিদে ই'তিকাফ সহীহ নয়। ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৬৮৩

ওয়াক্তিয়া মসজিদেও ই'তিকাফ সহীহ, যদিওবা জুমআ বা পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয় না। হিদায়া মাআ ইনায়া: ২/৩০৮, শামী:৩/৪২৯ - -বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে নামাযঘর আছে সেগুলিতে ই'তিকাফ সহীহ নয়, কেননা তা শরঈ মসজিদ নয়। হ্যাঁ কোনো ফ্যাক্টরিতে শরঈ মসজিদ পাওয়া গেলে

জায়িয হবে। বাহরুর রায়িত্ব কিতাবে আছে: ৫/৪১৭

لا يجوز الاعتكاف في مسجد زقاق غير نافذ لأن طريقه مملوك لأهله إلا إذا كان له حائط إلى طريق نافذ فحينئذ يمكن التطرق إليه من حق العامة فيخلص الله تعالى فيصير مسجدنا
বড় এলাকায় একাধিক মসজিদ থাকলে প্রতিটি মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম, তবে একটিতে ই'তিকাফ করলেও অন্যান্য মসজিদের ই'তিকাফের হক আদায় হবে।

আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৪৯৮, মাহমুদিয়া: ১৩/১৫৯, নাওয়াযিল:৬/৪১৬

وهل المراد أنها سنة كفاية لاهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة؟ ظاهر كلام الشارح الاول. واستظهر ط الثاني، ويظهر لي الثالث، لقو المنية: حتى لو ترك أهل

محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا. شامي

নিজ এলাকার মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম, তবে দ্বীনী ফায়েদার কারণে অন্য মসজিদেও ই'তিকাফ করা যাবে। তাতারখানিয়া: ৩/৪৪২, দারুল উল্লেখ্য, দ্বীনী ফায়েদার কারণে অন্য এলাকার মসজিদে ই'তিকাফ করলে দ্বীনী ফায়েদার নিয়্যত করবে যেমন, কোনো শাইখ বা উলামায়ে কিরামের সুহবাত-সংস্পর্শে থাকার উদ্দেশে যাবে, এতে 'তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে সফর করো না' হাদীছের পরিপন্থী

হবে না। মহিলাদের ই'তিকাফ ও স্থান: পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, নবীজী স.-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর নবী পত্নিগণ ই'তিকাফ করতেন। তাই মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ করা উচিত। তারাও সুন্নাতে মুআক্কাদার ই'তিকাফ করবেন। উলুম:৬/৫১১ নাওয়াযিল:৬/৪১৩

যেভাবে মহিলাগণ বাড়িতে ঘরের কোণে নামায পড়েন সেভাবে ঘরের কোণে পর্দা দিয়ে ই'তিকাফ করবেন।

আব্দুলাহ র. থেকে বর্ণিত, নবী স. ইরশাদ করেন,

»صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُها فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

قَالَ মহিলাদের নিজ ভিতরের কক্ষে নামায পড়া নিজ বাইরের কক্ষে নামায পড়া থেকে উত্তম আর মহিলাদের নিজ কুঠরিতে (ঘরে ক্ষুদ্র কক্ষে) নামায পড়া নিজ

ঘরে নামায পড়া হতে উত্তম।

আবু দাউদ: ৫৭০, আল জামিউস সগীর: ৫০৯১, বাইহকী কুবরা: ৫৫৬৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১৬৯০ হাকিম ও আলবানী ইহাকে সহীহ আর যাহাবী রহ. আলা শারতী শাইখাইন বলেছেন। উম্মে সালামা র. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بِيُوتِهِنَّ. وفي رواية، قَالَ : خَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي قَعْرُ بُيُوتِهِن.َّ

মহিলাদের মসজিদসমূহ হতে উত্তম স্থান হল তাদের ঘরের কোণ। আরেক বর্ণনায়, মহিলাদের উত্তম নামায হল, তাদের ঘরের কোণে। উম্মে হুমাইদ র. নবী স.-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে আলাহর রসূল! আমি আপনার সাথে নামায পড়তে পছন্দ করি। নবী স.

বললেন, আমার জানা আছে, তুমি আমার সাথে নামায পড়াকে পছন্দ কর। কিন্তু তোমার নিজ ঘরের ভিতরের কামরায় নামায পড়া বাহিরের কামরায় নামায পড়া থেকে উত্তম। আর উঠানে নামায পড়া বাহিরে নিজ মহল্লার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়া হতে উত্তম। উম্মে হুমাইদ র.-এর নির্দেশে নিজ বাড়ির একবারে অন্ধকার কোণে নামাযের স্থান বানানো হলো। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ঐ স্থানেই নামায পড়তেন।

আহমাদ: ২৭১৩৫, ইবনে হিব্বান: ২২১৭, ইবনে খুযাইমা: ১৬৮৯, কানয: ২০৮৬৯, মাজা': ২১০৬সনদ সহীহ

লক্ষ করুন, নামাযের ব্যাপারেই নবীজী স. ঘরের কোণকে উত্তম জায়গা বললেন, তাহলে ই'তিকাফের ব্যাপারে কী হতে পারে। যেখনে ১০রাত অতিবাহিত করতে হবে। নামায ফরয আর ই'তিকাফ সুন্নাত। আবার নামাযের তুলনায় ই'তিকাফে ফিতনা অনেকগুণে বেশি। এ অবস্থায় মহিলাদের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করার প্রতি উৎসাহিত করা কীভাবে বৈধ হয়।

বর্তমানে কিছু ব্যক্তি জোরালো প্রচার করছে, মহিলাগণও মসজিদেই ই'তিকাফ করবে। বাড়িতে ই'তিকাফ করলে সহীহ হবে না। কেননা নবী স. যুগে

মহিলাগণ মসজিদেই ই'তিকাফ করতেন। তাদের নিকট আবেদন, নবী যুগে মহিলাগণ মসজিদ থেকে আলাদা মসজিদ সংলগ্ন রুমে নাকি একই স্থানে ই'তিকাফ করতেন। উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা পরিস্ফুটিত হয় যে, মসজিদের ভিতরেই (পুরুষদের অবস্থানের জায়গাতেই) মহিলাগণ ই'তিকাফ করতেন। যদি মহিলাদের মসজিদে নিতে চান তাহলে মসজিদের ভিতরে ই'তিকাফ করান, তবেই তো সহীহ হাদীছের ওপর আমল হবে। মসজিদ সংলগ্ন পাটিশনযুক্ত জায়গায় করালে কিন্তু হাদীছের ওপর আমল হবে না। এ যুগে কি আপনি আপনার মেয়ে-স্ত্রীর জন্য এর অনুমতি দিবেন? এ সম্পর্কে 'ইসলামী সভ্যতায় মহিলাদের নিকাব ও নামাযের স্থান' কিতাবটি মুতালাআ করার আহ্বান জানাচ্ছি। এতে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাবেন।

৯. ই'তিকাফকারীদের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ: এর সার কথা হলো, স্বভাবজাত-মানবীয় এবং শরঈ প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যাওয়া বৈধ, অন্য বিষয়ে বৈধ নয়।

শরঈ প্রয়োজন যেমন, অযু করা চাই নামাযের জন্য হোক বা তিলাওয়াতের জন্য বা অযু অবস্থায় থাকার উদ্দেশে, ফরয-সুন্নাত গোসল, জুমআ না হলে

জুমআর নামায পড়তে অন্য মসজিদে যাওয়া ইত্যাদি। আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৫০০, ৫০৩ আয়িশা র. বর্ণনা করেন, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَن لا يَعُودَ مَرِيضًا وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً ولا تمس امرأَة وَلا يُبَاشِرَها ولا يخرج الحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إلا

في مسجد جامع. ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো, সে রোগীর সাক্ষাতে যাবে না, জানাজায় অংশ গ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে খাহিসাতের সঙ্গে স্পর্শ বা সহবাস করবে না,

কোনো প্রয়োজনেও মসজিদ থেকে বের হবে না, তবে যে প্রয়োজন ছাড়া উপায়ই নেই (পেশাব-পায়খানা, অযু ফরয গোসল ইত্যাদি) রোযা ব্যতিত ই'তিকাফ গ্রহণযোগ্য নয় এবং জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ সহীহ নয়।

আবু দাউদ: ২৪৭৫, বাইহাকী কুবরা:৮৮৫৬, সনদ সহীহ আলবানী

আযান দিতে নিজ মসজিদের বাইরে বের হওয়া জায়িয আছে। আহসান:৪/৪৯৮

অন্য মসজিদে আযান দিতে, ওয়াক্তিয়া, জুমআ বা জানাযার (চাই নিজ মসজিদ বা অন্য মসজিদে) নামায পড়াতে বের হলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে। সাক্ষী দিতে, কোর্টে হাজিরা দিতে, ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে বের হলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে।

স্বাভাবিক গোসল বা ঠান্ডা অর্জনের, ময়লা দুর করার লক্ষ্যে গোসল করতে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না, নতুবা ই'তিকাফ নষ্ট হবে। ভুলবশত

করলেও ই'তিকাফ নষ্ট হবে এবং সেগুলির কাযা করবে। ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/১৫৩-৫৪, আহসান: ৪/৪৯৭ বেশি প্রয়োজন হলে গামছা ভিজিয়ে শরীরে মুছে নিবে, কয়েকবার এভাবে করাতে শরীর পরিস্কার ও ঠান্ডা হবে অথবা বড় বরতনে বসে আস্তে গোসল করবে যাতে ব্যবহারিত পানি মসজিদে না পড়ে কিংবা কারো মাধ্যমে গামছা, লুঙ্গি ও পানি প্রস্তুত করে রাখবে। মসজিদ থেকে জামা খুলে যাবে, এরপর

ইস্তিঞ্জা শেষে খুব দ্রুত সাবান লাগানো ব্যতিত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। মসজিদের দিকে আসতে আসতে গা মুছবে এতে বেশি সময় না লাগলে এ নিয়মে গোসল করা বৈধ। আহসান: ৪/৪৯৭, ৫০৫

ফুকাহায়ে কিরাম জুমআর দিন জুমআর উদ্দেশে গোসল করাকে বৈধ রেখেছেন। তাই জুমআর পূর্বেও গোসল করতে পারবেন। আহসানুল

ফাতাওয়া:৪/৫০২

বরতন ধোয়া বা কাপড়া ধোয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। ফরয গোসল হলে গোসলের সঙ্গে দ্রুত সময়ে শুধু নাপাক কাপড়টি ধৌত করা যাবে।

১০. মসজিদ পরিবর্তন করা: তবে মসজিদ ভেঙ্গে গেলে বা থাকার অনুপযোগী হলে, সকল মুসল্লি উক্ত মসজিদে নামায পড়া ত্যাগ করলে, অন্যায়ভাবে মসজিদ থেকে বের করে দিলে বা নিজের জান-মালের ভয়ে উক্ত মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্যখানে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। তাবয়ীন

وَكَذَا لَوْ خَرَجَ لِلْجِنَازَةِ يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَكَذَا لِصَلَاتِهَا وَلَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ أَوْ لِإِنْجَاءِ الْغَرِيقِ أَوْ الْحَرِيقِ وَالْجِهَادِ إِذَا كَانَ النَّفِيرُ عَامًا أَوْ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ كُلُّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ بِخِلَافِ الْخُرُوجِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْوُقُوعِ فَتَكُونُ مُسْتَثْنَاةً وَلِهَذَا لَوْ انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَانْتَقَلَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَسْجِدًا بَعْدَ ذَلِكَ فَفَاتَ شَرْطُهُ

وَكَذَا لَوْ تَفَرَّقَ أَهْلُهُ لِعَدَمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيهِ وَلَوْ أَخْرَجَهُ ظَالِمٌ كَرْهًا أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ مِنْ الْمُكَابِرِينَ فَخَرَجَ لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْتَكِفَةً فِي الْمَسْجِدِ

فَطَلُقَتْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا وَتَبْنِيَ عَلَى اعْتِكَافِهَا. تبيين الحقائق.

১১. বায়ু নির্গত করতে মসজিদ থেকে বের হওয়া: বায়ু নির্গত করতে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে কি না? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে মসজিদেই বায়ু নির্গত করবে, কেননা এটি তব্ঈ-শরঈ কোনো উযর নয় আর কেউ বলেন, এটি তব্ঈ উযর, তাই পেশাব-পায়খানার জন্য যেভাবে বাইরে যাওয়া জায়িয তেমনিভাবে বায়ু নির্গতের জন্যও জায়িয। উভয়টির ওপরই আমল করা যাবে। তবে থানবী রহ. মসজিদ থেকে বের হওয়াকে বেশি সহীহ

বলেছেন। ইমদাদুল ফাতাওয়া: **২/১৫২** মসজিদে ই'তিকাফ করতে, মসজিদের এক কোণে পর্দা দিয়ে থাকবে, নামাযের প্রয়োজনে পর্দা সরে ফেলবে। পর্দা দেয়া জরুরি নয়। পর্দা না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই।

কয়েক তলা মসজিদ হলে যে তালায় সাধারণত নামায হয় না সেখানেও ই'তিকাফ করা যাবে। এ তালায় অবস্থান করেও জামাতের নামায পড়া যাবে, যদিওবা নিচের তালায় কাতার খালি থাকে। তাবয়ীনুল হাকাইকু: **১/১৬৮** لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ وَلِهَذَا يَصِحُ اقْتِدَاءُ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ بِمِنْ فِيهِ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بِالصُّعُودِ إِلَيْهِ. تبيين الحقائق. 3: حلال

উপর তালায় উঠতে মসজিদের সিঁড়ি দুই ধরণের হয়: মসজিদের ভিতর বা বারান্দায় সিঁড়ি থাকে। এ সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করতে কোনো অসুবিধা নেই।

কিছু মসজিদে সিঁড়ি মসজিদের বাইরে থাকে। বৈধ প্রয়োজন ব্যতীত এ সিঁড়িতে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১২. ওয়াজিব ই'তিকাফে কোনো কাজের শর্ত করা: ওয়াজিব ই'তিকাফে রোগী দেখতে যাওয়া বা অন্য কোনো প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার শর্ত করলে তা জায়িয আছে। কিন্তু সুন্নাত ই'তিকাফে বৈধ নয়। সুন্নাত ই'তিকাফ তো সেটিই যা নবীজী স.-এর শেষ দশকের ই'তিকাফের মতো হবে। নবীজী স. রোগী দেখা বা অন্য কাজের জন্য এ ধরণের কোনো শর্ত করেন নি। তাই সুন্নাত ই'তিকাফে খতমে তারাবী নামাযের জন্য অন্য মসজিদে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে। তাতারখানিয়া: ৩/৪৪৫, আহসান: ৪/৪৯৯

উল্লেখ্য, ফাতাওয়ার কিছু কিতাবে সুন্নাত ই'তিকাফের জন্যও বিশেষ কাজের জন্য পূর্বে শর্ত করলে বের হওয়া বৈধ বলেছে। কিন্তু এটি মূলত ওয়াজিবের জন্য। তাই এর ওপর ফাতওয়া নয়।

১৩.হাওজায় যেতে জানাযা পড়া বা রোগী দেখা: ইজজা করতে বের হয়ে রাস্তায় যদি জানাধা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে অংশগ্রহণ করা বা রোগী থাকলে সাক্ষাত করা জায়িয, তবে জানাযায় পূর্বে জানাযার অপেক্ষা না করা, পরে দেরি না করা এবং ইস্তিঞ্জায় যেতে রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় না যাওয়া, নতুবা গহীম হবে না। আহসান ৪/৪৯৯

আয়িশা র, বর্ণনা করেন,

منهايت قالت ان كنت الامن البيت الخاصة والفرح فيه هذا الشتال عنه إلا ولنا عليه

আমি প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করি। ঘরে অসুস্থ ব্যক্তি থাকে আমি চলা অবস্থায় রোগী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। বুখারী, মুসলিম। ৭১১, আহমাদ। ২৪৫৬৫ সনদ সহীহ

আয়িশা র, বর্ণনা করেন,

عن عائشة رضي الله عنها قالت كلا النبي صلى الله عليه وسلم عر بالمريض وهو المعتكف فير كما هيولا تفرع منال عنا নবীজী স. ই'তিকাফ অবস্থায় রোগীর পাশ দিয়ে আপন অবস্থায় অতিক্রম করতেন, সেখানে দাঁড়াতেন না-অন্য দিকে ফিরতেন না। রোগী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।

আবু দাউদ ২৪৭৪, নাসায়ী কুবরা।৮৩৭৮, সনদ দুর্বল, তবে এ মর্মে সহীহ হাদীছ আছে।

وعند الأنته الأربعة إذا خرج القضاء الحاجة والفق له عيادة الريض والصلاة على البيت قلم ينحرف عن الطريق وتم يقف أكثر من قدر الصلاة لم يطل الاعتكاف والا عقل ذكره

6: /450العلي، مرقاة

-ইস্তিঞ্জার জন্য লাইন ধরতে হলে আর এর দরুণ অপেক্ষা করতে হলেও অসুবিধা নেই। এমনিভাবে ফরয গোসল হলে ঠান্ডা পানি ক্ষতি করলে বাড়িতে গিয়ে পানি আনতে পারবে, যদিওবা পানি গরম হতে একটু অপেক্ষা করতে হয়। আহসান:৪/৫০৭

১৪. মসজিদে নখ, গোফ পরিস্কার করা। ই'তিকাফ অবস্থায় গামছা বিছিয়ে নখ, গোফ ইত্যাদি পরিস্কার করতে পারবে তবে সতর্ক থাকবে যে, সেগুলি মসজিদে না পড়ে। চাই নিজে করুক বা অন্যের মাধ্যমে বিনিময় ছাড়া করাক। বিনিময় নিলে বৈধ হবে না। আহসান:৪/৫০৬

১৫. মহিলাদের ই'তিকাফ অবস্থায় ঘরের কাজ করা। পুরুষদের জন্য ই'তিকাফের নিষিদ্ধ বিষয়গুলি মহিলাদের ঘরের কোণে ই'তিকাফ করা অবস্থায় প্রযোজ্য। তাই সেখান থেকে বৈধ প্রয়োজন ব্যতীত বের হবে না বা সেখানে থাকা অবস্থায় দুনিয়াবি

কথা-বার্তায় মগ্ন হবে না। তবে বৈধ কথা-বার্তা জায়িয। ঘরের কাজের জন্য নির্দেশ দেয়া ইত্যাদি পারবে। ই'তিকাফ অবস্থায় পর্দার ভিতরে থেকে ঘরের কাজ-সেলাই করা, তরকারি কাটা ইত্যাদি করলে যদিওবা ই'তিকাফ নষ্ট হবে না, কিন্তু ই'তিকাফের উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে না। তাই এগুলি থেকে বিরত থাকবে।

১৬. পরিবারের লোকেরা এসে সাক্ষাত করা: সফিয়্যা র. বর্ণনা করেন,

ان صفية روع التي صلى الله عليه وسلم الشركة أنها حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم تروية في المكانه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عدة ساعة لم قامت القلت فضاء التي صَلَّى

يَغْلِبُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا নবীজী স. রমাযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর সাক্ষাতে আসেন। কিছু সময় নবীজী স.-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর তিনি প্রত্যাবর্তনের জন্য দাঁড়ালেন নবীজী স.ও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন।

বুখারী: ২০৩৫, মুসলিম: ৫৮০৯, আবু দাউদ: ৪৯৯৪, ইবনু খুযাইমা: ২২৩৪ সনদ সহীহ

১৭. ই'তিকাফ অবস্থায় চুপ থাকা: কেউ ই'তিকাফ অবস্থায় কোনো কথা বলে না, সর্বদা চুপ থাকে, কিছু বলতে ইশারার মাধ্যমে করে থাকে। মূলত এটি বুযুগি নয়। চুপ থাকার যে ফযীলত বর্ণনা করা হয় সেটি হলো, অহেতুক কথা-বার্তা থেকে চুপ থাকার ব্যাপারে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয়, ওয়ায, নসীহত, দ্বীনী মুযাকারা থেকে চুপ থাকা শরীআত সম্মত নয় বরং উলামায়ে কিরাম এটি ইবাদত মনে করাকে হারাম বলেছেন। লক্ষ করুন, আবু বকর র. নিজে মুখে পাথর রাখতেন আর ইশারা করে বলতেন, এই মুখই

ধ্বংসের স্থানসমূহে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি আহমাস গোত্রের যাইনার নামক মহিলাকে দেখলেন, কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না, তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এটি হালাল নয়, জাহিলিয়্যাতের আমল। তুমি কথা বলো। এরপর তিনি কথা বললেন। বুখারী: ৩৮৩৪ সনদ সহীহ

আলী র. থেকে বর্ণিত, নবীজী স. ইরশাদ করেন, (لا صفت يوع إلى النيل) সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত চুপ থাকা সহীহ নয়। আবু দাউদ: ২৮৭৩ সনদ সহীহ

মাআলিমুস সুনান গ্রন্থে এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আছে, জাহিলিয়্যাতের যুগে সারা দিন চুপ থাকা ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হতো। তাদের কেউ ই'তিকাফ করলে দিন-রাত কথা বলতো না। ইসলামে এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (আযকার-নাওয়াবী, ফাতহুলবারী)

ইতিকাফে করণীয় ও বর্জনীয়:

রমজান মাস হচ্ছে আল্লাহতায়ালার নৈকট্যলাভের বিশেষ মৌসুম। এ মাস অন্য সব মাস থেকে অধিক ফজিলতপূর্ণ। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত তিন ভাগে আগামীকাল থেকে শুরু হবে নাজাতের ১০ দিন। এ মাসের শেষ ১০ দিনই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সময়। এ সময় মুসলমানরা নিকটবর্তী মসজিদে ইতিকাফে বসেন। যার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সবচেয়ে নিকটে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে

ইতিকাফ আরবি শব্দ ‘আকফ’ মূল ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ- অবস্থান করা, কোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরা, অর্থাৎ নিজেকে আবদ্ধ রাখা।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জাগতিক কাজকর্ম ও পরিবার-পরিজন থেকে বিছিন্ন হয়ে ২০ রমজানের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত থেকে শাওয়াল মাসের চাঁদ ওঠা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে।

যা মুসলমানদের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। গ্রাম বা মহল্লাবাসীর পক্ষে কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তি এই ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে

ইতিকাফের অনেক গুরুত্ব ও মর্যাদা আছে। ইবনে উমার (রা.) বর্ণনা করেন, ‘রমজানের শেষ দশকে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইতিকাফ করতেন। ’ (মুসলিম, হাদিস নং : ১১৭১)

ইতিকাফ অবস্থায় যা করণীয়:

১. বেশি বেশি নফল নামাজ আদায় করা।

২. কোরআন তিলাওয়াত করা।

৩. দ্বীনি আলোচনা করা ও শোনা।

৪. আল্লাহর জিকির করা।

৫. দোয়া করা।

৬. ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা।

ইতিকাফ অবস্থায় যা বর্জনীয়:

১. একেবারেই চুপচাপ বসে থাকা।

২. ঝগড়াঝাঁটি বা অনর্থক কথাবার্তা বলা।

৩. গিবত বা পরনিন্দা করা।

৪. মালপত্র মসজিদে এনে বেচাকেনা করা।

যেসব কারণে ইতিকাফ ভেঙে যায়:

১. ওজরবশত বের হয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলম্ব করা।

২. বিনা ওজরে মসজিদের বাইরে যাওয়া।

৩. স্ত্রী সহবাস করা।

৪. অসুস্থতা বা ভয়ের কারণে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া।

ইতিকাফ অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ:

১. মসজিদে পানাহার করা।

২. শৌচকর্ম বা পেশাব-পায়খানার জন্য বাইরে যাওয়া।

৩. ফরজ গোসলের জন্য বাইরে যাওয়া।

৪. জুমার নামাজের জন্য এতটুকু সময় নিয়ে বের হওয়া যাতে মসজিদে গিয়ে খুতবার পূর্বে ২/৪ রাকাত সুন্নাত আদায় করা যায়।

৫. আজান দেওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া।

লাইলাতুল কদর প্রাপ্তি ও এ রাতের ঘোষিত ফজিলত লাভে ইতিকাফের চেয়ে উত্তম কোনো উপায় নেই। তাই এই সুযোগকে যথাযথ মূল্যায়ন করে যথাযথ কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা উচিত।

ই'তিকাফের হিকমাত এবং ফায়দাসমূহ:

মূলত শরী'আতের মৌলিক বিধান হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ই'তিকাফের যে পরিমাণ হেকমত ও ফায়দা রয়েছে তন্মধ্য থেকে এখানে সংক্ষেপে কিছু হেকমত ও ফায়দা উল্লেখ করা হল।

(১) ই'তিকাফ যদি এমন নিরব স্থানে বসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হত, যেখানে পাখির ডানার যাপটানীর আওয়াজও পৌছে না অর্থা একেবারে নিরব গহী কোণে বসতে বলা হত, তা হলে একাগ্রতা বো পাওয়া যেতো; কিন্তু এমন একাগ্রতার দ্বারা কি লাভ, যে একাগ্রতার কারণে মানুষ মানুষের সীমা থেকে বের হয়ে বন জঙ্গলের প্রাণী কূলের মাঝে শামীল হয়ে যায় এবং মন্দ সংস্পর্শ থেকে বাঁচতে গিয়ে ভালো মানুষের সংস্পর্শ থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফের জন্য মসজিদ নির্ধারণ করেছেন। কেননা অসৎ ও মন্দ স্বভাবের মানুষ যাদের সংস্পর্শ ক্ষতিকর হয়ে থাকে তারা মসজিদে আসবে না।

সর্বদা নামাযী, মুত্তাকী, পরহেজগার ও তাহাজ্জুদগুজার লোকদের সাথেই দেখা-সাক্ষাত ঘটবে, তাদের সাথে উঠাবসা ও সম্পর্ক হতে থাকবে। যাদের সংস্পর্শ সীমাহীন উপকারী এবং লাভজনক। সুতরাং এ কারণে ই'তিকাফ করার জন্য এমন মসজিদের হুকুম করা হয়েছে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় হয়। জনমানবহীন ও কোলাহল মুক্ত মরুভূমির মসজিদে ই'তিকাফ করলে, যেখানে

লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। না জামাতে নামায আদায় করতে পারবে, না কোনো নেক ও সৎ মানুষের সংসর্গ লাভ হবে।

(২) ই'তিকাফের মাঝে মানুষের একাগ্রতা অর্জিত হয়। হৃদয় দুনিয়াবী চিন্তামুক্ত থাকে। মানুষের মনোযোগকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূর করে দেয় এমন বিষয়াদী একাকিত্বে থাকলে ধীরে ধীরে সব দূর হয়ে যায় এবং হৃদয় পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াবী কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হয়ে যায় এবং তার মাঝে ইবাদ আলো ও বরকতসমূহ অর্জন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(৩) মানুষের সাথে উঠা-বসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝে লিপ্ততায় সাধারণত ছোট খাট যে সব পাপ হয়ে থাকে ই'তিকাফ করার কালটা তা থেকেও বেঁচে থাকা যায়।

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত নিকটবর্তী হই। আর যে আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে আপন করে নেই।" ই'তিকাফকারী বাড়ীঘর ছেড়ে কেবল নিকটবর্তী-ই হয় নি বরং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন তুমি ভেবে দেখো! আল্লাহ তা'আলা তাকে কত আপন করে নিবেন এবং তার উপর কত অধিক পরিমাণ দয়া করবেন।

(৫) ভদ্রজন বাড়ীতে আগত মেহমানদের যথাসাধ্য সম্মান ও মেহমানদার করে থাকেন। তা হলে যিনি সকল সম্মানদানকারীদের সম্মানদাতা, নিজ ঘরে আগত মেহমানদের কেমন ইজ্জত-সম্মান ও মেহমানদারি করবেন।

(৬) শয়তান মানব জাতীর চীর শত্রু; কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার ঘরে অবস্থান করে তখন সে যেন সে সুদৃঢ় দূর্গের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে শয়তান তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

(৭) ফেরেশতাগণ সবসময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও উপাসনায় মনোনিবেশ করে থাকেন। মুমিন বান্দাও ই'তিকাফে বসে সবসময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে থাকেন এবং ফেরেশতাদের সামঞ্জস্যতা অর্জন করেন। ফেরেশতা যেমন আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটের, এ বান্দাহও আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটে পৌঁছে যায়।

(৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযের সাওয়াব পেতে থাকে। ই'তিকাফে এই সাওয়াবও পাওয়া যায়।

(৯) যতক্ষণ মানুষ ই'তিকাফে অবস্থান করতে থাকে তার সাওয়াব মিলতে থাকে। চাই সে চুপচাপ বসে থাকুক কিংবা অন্য কোনো আমলে লিপ্ত থাকুক।

(১০) ই'তিকাফকারী প্রতি মিনিটেই ইবাদতকারী। শবে কদরের মর্যাদা ও সাওয়াব হাছিল করার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর নেই।

কেননা যখনই শবে কদর হবে, ই'তিকাফকারী তখন ইবাদতের মাঝেই থাকবে।

(রমাযান কেয়া হায়: ১৪৬, মেশকাত শরীফ)

(মাসায়েলে ইতিকাফ বই থেকে)

ইতিকাফ করার ক্ষেত্রে নবীজি সা: এর আদর্শ:

ইতিকাফ করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হচ্ছে অধিক পরিপূর্ণ ও অধিকতর সহজ।

তিনি লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধানে— একবার প্রথম দশদিন ইতিকাফ করেছেন; তারপর মাঝের দশদিন ইতিকাফ করেছেন; এরপর তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, লাইলাতুল ক্বদর শেষ দশকে। এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শেষ দশকে ইতিকাফ করে গেছেন। একবার তিনি শেষ দশকে ইতিকাফ করতে পারেননি। তাই শাওয়াল মাসে সেটার কাযা পালন করেছেন। শাওয়াল মাসের প্রথম দশকে তিনি ইতিকাফ করেছেন।[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে সে বছর তিনি ২০ দিন ইতিকাফ করেছেন।[সহিহ বুখারী (২০৪০)]

এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসার বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন; তাই তিনি নেকীর কাজ বেশি করতে চেয়েছেন। যাতে করে তাঁর উম্মতের কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন যে, যখন তারা শেষ বয়সে পৌঁছবে তখন তারা যেন আমলের ক্ষেত্রে পরিশ্রমী হয়; যাতে করে তারা তাদের সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।

অন্য মতে, এর কারণ হল প্রত্যেক রমযান মাসে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সে বছর দুইবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাই তিনি যতটুকু সময় ইতিকাফ করতেন তার দ্বিগুণ সময় ইতিকাফ করেছেন।

তবে সবচেয়ে মজবুত অভিমত হলো— তিনি সেই বছর বিশদিন ইতিকাফ করেছেন। কারণ আগের বছর তিনি মুসাফির ছিলেন। এর সপক্ষে প্রমাণ করে নাসাঈ, আবু দাউদ

ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ কর্তৃক সংকলিত উবাই বিন কাব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস; হাদিসটির ভাষ্য আবু দাউদের: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। একবছর তিনি সফরে থাকায় ইতিকাফ করেননি। তাই পরের বছর তিনি বিশদিন ইতিকাফ করেছেন।"[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট আকৃতির তাবু পাতার নির্দেশ দিতেন। মসজিদে তার জন্য এটি পাতা হত। তিনি তাতে অবস্থান করতেন এবং মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তাঁর রবের অভিমুখী হতেন। যাতে করে নির্জনতার বাস্তব রূপ পূর্ণ হয়।

একবার তিনি তুর্কি তাবু (ছোট তাবু)-তে ইতিকাফ করেছেন এবং তাবুর মুখে একটা ছাটাই দিয়ে রেখেছিলেন। [সহিহ মুসলিম (১১৬৭)]

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৯০) বলেছেন:

"এ সবকিছু করেছেন যাতে করে ইতিকাফের উদ্দেশ্য ও প্রাণ হাছিল হয়। এটি ছিল অজ্ঞ লোকেরা যা করে তথা ইতিকাফকে মেলামেশা ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাক্ষাৎস্থল হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের মাঝে খোশ আলাপ জুড়ে দেয়া— এ সবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ধরণের ইতিকাফের এক রঙ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকাফের আরেক রঙ।"[সমাপ্ত]

তিনি সারাক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন। শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন: "যখন তিনি ইতিকাফে থাকতেন তখন প্রয়োজন ছাড়া বাসায় আসতেন না।"[সহিহ বুখারী (২০২৯) ও সহিহ মুসলিম (২৯৭)] মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে: "মানবিক প্রয়োজন ছাড়া"। ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যা করেছেন: পেশাব ও পায়খানার প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলতেন। তিনি আয়েশা (রাঃ) এর কামরার দিকে মাথা ঢুকিয়ে দিতেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর মাথা ধুয়ে চিরুনি করে দিতেন।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ইতিকাফে থাকাবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থা নিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।[সহিহ বুখারী (২০২৮) ও সহিহ মুসলিম (২৯৮)] সহিহ বুখারী ও মুসলিমের অপর রেওয়ায়েতে আছে: "আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম"।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন:

"এ হাদিসে মাথা আঁচড়ানোর অধিভুক্ত হিসেবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল করা, মাথা মুণ্ডন করা, পরিপাটি হওয়া ইত্যাদি জায়েয হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। জমহুর আলেমের অভিমত হচ্ছে— মসজিদে যা কিছু করা মাকরুহ কেবল সে সব ছাড়া ইতিকাফ অবস্থায় অন্যসব কিছু করা মাকরুহ নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল তিনি ইতিকাফে থাকাবস্থায় কোন রোগী দেখতে যেতেন না, কোন জানাযার নামাযে শরীক হতেন না। যাতে করে আল্লাহ্ তাআলার আরাধনায় পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন এবং ইতিকাফের গূঢ় রহস্য বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর তা হল: মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া।

আয়েশা (রাঃ) বলেন: "ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল— রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযার নামাযে না যাওয়া, কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা এবং একান্ত

যে প্রয়োজনে বের না হলে নয়; এমন প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪৭৩), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সহিহ বলেছেন]

"কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা" এর দ্বারা আয়েশা (রাঃ) সহবাস বুঝাতে চেয়েছেন— শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে এ কথা বলেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফে থাকাবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখন তাঁর স্ত্রী চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনিও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। এটি ছিল রাতের বেলায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ করাকালে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি কিছু সময় তাঁর সাথে কথা বলেন। এরপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তা সাথে উঠে দাঁড়ান।[সহিহ বুখারী (২০৩৫) ও সহিহ মুসলিম (২১৭৫)]

সারকথা হলো : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকাফের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও কাঠিন্যবিহীন। গোটা সময় ছিল আল্লাহ্‌র যিকির, তাঁর ইবাদত ও লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধানে মশগুল।

[দেখুন: ইবনুল কাইয়্যেম-এর 'যাদুল মাআদ' (২/৯০), ড. আব্দুল লতিফ বালতু-এর 'আল-ইতিকাফ: নাযরা তারবাওয়িয়্যাহ']

ই'তিকাফকারীর সংক্ষিপ্ত আমলসূচী:

ই'তিকাফকারীর জন্য নিম্ন বর্ণিত আমল সূচীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বশীল হওয়া চাই। কেননা সে তো আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হয়েছে। তার প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান।

১. মাগরিবের নামাযের পর কমপক্ষে ছয় রাকা'আত আর সর্বোচ্চ বিশ রাকা'আত আওয়াবীনের নফল নামায আদায় করবে। এরপর আয়াতুল কুরসী এবং চার 'কুল" পড়ে শরীরে 'ফু' দিবে। এরপর সংক্ষিপ্ত খানা ও সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পর ইশার নামাযের প্রস্তুতি নিবে এবং প্রথম কাতার ও তাকবীরে উলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে।

২. ইশা ও তারাবীহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জন করা এবং তদানুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ কোনো দ্বীনী কিতাব অধ্যয়ন করবে। কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমে দ্বীনের দরসে অংশগ্রহণ করবে (যদি এ রকম দরস হয়)। শবে-কদরে কিতাব অধ্যয়নের পর স্বভাবে যদি প্রফুল্লতা থাকে তবে যিকির, তিলাওয়াত ও নফল নামাযে লিপ্ত থাকবে। আর ঘুমানোর ইচ্ছা হলে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাত মোতাবেক কিবলামুখী হয়ে (যদি সম্ভব হয়) ঘুমিয়ে পড়বে।

৩. গরমের ঋতুতে আনুমানিক ভোর তিনটায় ঘুম থেকে জেগে যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো পুরা করার পর সুন্নাত মোতাবেক ওযু করবে এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহাজ্জুদের নফল

আদায় করবে। নফল থেকে ফারেগ হয়ে কিছুক্ষণ চুপিসারে যিকির, তাসবীহ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে। এরপর চুপচাপ খুব কান্নাকাটা করে নিজের সকল নেক উদ্দেশ্য এবং উভয় জাহানের সফলতার জন্য দু'আ করবে।

৪. সুবহে সাদিকের সিকি ঘণ্টা তথা আনুমানিক ১৫ মিনিট পূর্বে খেয়ে নিবে। সাহরী থেকে অবসর হয়ে ফজরের নামাযের নিবে। প্রথম কাতার ও তাকবীরে উলার প্রতি বিশেষ খেয়াল যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকবে, ইস্তেগফার করতে থাকবে।

ইতেকাফ সম্পর্কিত ১০৫টি প্রশ্ন ও উত্তর

1. প্রশ্ন: ইতেকাফ কী?

উত্তর: ইতেকাফ হল, রমজান মাসের শেষ দশদিনে মসজিদে অবস্থান করে ইবাদত-বন্দেগি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং দুনিয়ার সবকিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করা। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

2. প্রশ্ন: ইতেকাফের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: ইতেকাফের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা এবং নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি করা। রমজানের শেষ দশ দিনের একটি রাত লাইলাতুল কদর পাওয়ার আশায় এটি করা হয়।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭২

3. প্রশ্ন: ইতেকাফে থাকার জন্য কোন শর্ত পূরণ করতে হয়?

উত্তর: ইতেকাফ করার জন্য পুরুষদের মসজিদে থাকা বাধ্যতামূলক এবং মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পৃথকভাবে ইতেকাফ করার অনুমতি রয়েছে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

4. প্রশ্ন: ইতেকাফের সময় কী করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফের সময় কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামাজ, দোয়া, জিকির এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করা উচিত।রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

5. প্রশ্ন: কোন কোন কারণে ইতেকাফ বাতিল হতে পারে?

উত্তর: ইতেকাফে থেকে মসজিদ ত্যাগ করা, বিশেষ কিছু ব্যক্তিগত কাজ ছাড়া মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়া, বা ইতেকাফে থাকা অবস্থায় কোনো গুরুতর ভুল করা ইতেকাফ বাতিল করতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

6. প্রশ্ন: নারীদের ইতেকাফ করার পদ্ধতি কী?

উত্তর: নারীরা ঘরের একটি নির্দিষ্ট অংশে নির্জন স্থানে ইতেকাফ করতে পারেন এবং সেখানে ইবাদত-বন্দেগিতে সময় কাটাতে পারেন।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

7. প্রশ্ন: লাইলাতুল কদর সন্ধানের সাথে ইতেকাফের সম্পর্ক কী?

উত্তর: লাইলাতুল কদর সন্ধানের জন্য রাসূল (সা.) রমজানের শেষ দশ দিনের ইতেকাফ করতেন, যেন এই বরকতময় রাত পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১৬

8..ইতেকাফের জন্য কোন মসজিদ নির্বাচন করা উচিত?

উত্তর: এমন মসজিদ নির্বাচন করা উচিত যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে অনুষ্ঠিত হয়। মহিলাদের জন্য নিজ ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতেকাফ করা বৈধ।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস **১১৭১**

9..ইতেকাফের সময় কি রোজা রাখা বাধ্যতামূলক?

উত্তর: অধিকাংশ উলামার মতে, রমজানের ইতেকাফে রোজা রাখা বাধ্যতামূলক। তবে কিছু বিদ্বান বলে থাকেন, রোজা ছাড়াও ইতেকাফ করা যায়, যদিও এটি রমজানের ইতেকাফে প্রযোজ্য নয়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৪১

10.ইতেকাফের সময় বাইরের কাজ কি করা যাবে?

উত্তর: শুধু জরুরি প্রয়োজনে যেমন প্রাকৃতিক কাজ বা ওযুর জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যাবে। তবে অন্যান্য কাজ বা মসজিদের বাইরে অন্য কোনো কাজ করতে যাওয়ার অনুমতি নেই।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

11.ইতেকাফের জন্য কতদিন থাকা সুন্নত?

উত্তর: রাসূল (সা.) রমজানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন। তবে কেউ চাইলে কম দিনও থাকতে পারেন। তবে, পূর্ণ দশ দিন থাকা উত্তম।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৩২

12.ইতেকাফের সময় কি কথা বলা যাবে?

উত্তর: ইতেকাফের সময় দুনিয়াবি কথা-বার্তা থেকে বিরত থেকে আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হওয়া উত্তম। তবে জরুরি বিষয় নিয়ে অল্প কথা বলা যাবে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

13.ইতেকাফকারী কি আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে পারেন?

উত্তর: ইতেকাফকারীকে অতি প্রয়োজনে সীমিত পরিসরে আত্মীয়রা দেখতে আসতে পারেন। তবে এতে মনোযোগ না সরিয়ে আল্লাহর ইবাদতে থাকা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৩৫

14.ইতেকাফের জন্য বয়সের কোনো শর্ত আছে কি?

উত্তর: যে কেউ প্রাপ্তবয়স্ক ও বালেগ হলে ইতেকাফ করতে পারেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মের প্রয়োজন হতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

15.ইতেকাফ অবস্থায় ঘুমানো কি বৈধ?

উত্তর: ইতেকাফে থাকার সময় ঘুমানো বৈধ। আল্লাহর ইবাদত করার পাশাপাশি কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়া যায়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

16.ইতেকাফকারীর কোন বিশেষ দোয়া পাঠ করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফ অবস্থায় বিভিন্ন দোয়া ও জিকির পড়া উত্তম। যেমন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা" ইত্যাদি।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৪২

17. ইতেকাফ অবস্থায় কি কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়া যাবে?

উত্তর: প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য ইতেকাফকারী মসজিদ থেকে বাইরে যেতে পারেন। তবে চিকিৎসা শেষে দ্রুত মসজিদে ফিরে আসা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

১৮. ইতেকাফকারীর জন্য কি বিশেষ পোশাকের নিয়ম আছে?

উত্তর: ইতেকাফকারীকে পরিষ্কার ও শালীন পোশাক পরিধান করতে হবে। ইতেকাফের সময় অপ্রয়োজনীয় পোশাক বা সাজগোজ থেকে বিরত থাকা উত্তম।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

১৯. ইতেকাফ অবস্থায় পরিবার ও বন্ধুদের সাথে দেখা করা কি বৈধ?

উত্তর: ইতেকাফের সময় পরিবার ও বন্ধুদের সাথে দেখা করার প্রয়োজন হলে সীমিত পরিসরে দেখা করা যাবে, তবে মসজিদের বাইরে যাওয়া যাবে না এবং ইবাদতে মনোযোগ থাকা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

২০. ইতেকাফের সময় কি শপিং বা কেনাকাটা করা যাবে?

উত্তর: ইতেকাফ অবস্থায় প্রয়োজনীয় কেনাকাটা বা শপিং করা যাবে না, কারণ এটি ইতেকাফের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

২১. ইতেকাফকারীর খাদ্যের ব্যবস্থা কিভাবে করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফের সময় খাদ্যের ব্যবস্থা ইতেকাফকারী মসজিদের অভ্যন্তরে করতে পারেন, যা পরিবারের কেউ সরবরাহ করতে পারে। তবে অতিরিক্ত খাওয়া ও আলাপচারিতা পরিহার করা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

২২. ইতেকাফে সওয়াব কতটুকু?

উত্তর: রাসূল (সা.) এর মতে, ইতেকাফের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত অর্জিত হয়, এবং লাইলাতুল কদর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১৬

২৩. মুসলিম নারীরা কি তাদের বাসায় ইতেকাফ করতে পারেন?

উত্তর: হ্যাঁ, মুসলিম নারীরা বাসায় নির্দিষ্ট একটি স্থানে ইতেকাফ করতে পারেন। তাদের জন্য এটি বৈধ এবং তারা ঘরের একটি নির্দিষ্ট কক্ষে বসে ইবাদতে লিপ্ত হতে পারেন।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

২৪. ইতেকাফে কি গুনাহ মাফ করা হয়?

উত্তর: ইতেকাফের মাধ্যমে একজন মুমিন তার গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে পারেন এবং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার দরজা খুলে যায়।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

২৫. ইতেকাফে কি স্বপ্ন দেখা যায় এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফের সময় স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক, তবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনার প্রয়োজন নেই, বরং ইবাদতে মনোযোগী থাকা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ২০৪০

২৬. ইতেকাফের ফজিলত কি?

উত্তর: ইতেকাফের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। এটি এমন এক ইবাদত, যা মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটায় এবং আল্লাহর রহমত লাভের বিশেষ সুযোগ করে দেয়।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭২

২৭.ইতেকাফের জন্য রাতের বিশেষ ইবাদত কি?

উত্তর: ইতেকাফকারী রাতে তাহাজ্জুদ, দোয়া, জিকির এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন। বিশেষত লাইলাতুল কদরের রাতে ইবাদতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১৬

২৮. ইতেকাফের সময় কি ফোন ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর: ইতেকাফের সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে ফোন ব্যবহার না করাই উত্তম। ফোনের মাধ্যমে যদি ইসলামিক জ্ঞান অর্জন বা ইবাদতে সহায়ক কিছু করা হয়, তবে তা সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

২৯. ইতেকাফের নিয়ত কিভাবে করা হয়?

উত্তর: ইতেকাফের শুরুতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়ত করা হয় যে, তিনি তার সন্তুষ্টির জন্য এই বিশেষ ইবাদত পালনে মসজিদে অবস্থান করছেন। নিয়ত হৃদয়ে থাকা যথেষ্ট, তবে মুখে বলা সুন্নত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭১

৩০. ইতেকাফে নফল ইতেকাফ কি এবং কিভাবে পালন করা যায়?

উত্তর: নফল ইতেকাফের জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই। এটি স্বল্প সময়ের জন্যও পালন করা যায়, যেমন কয়েক ঘন্টার জন্য মসজিদে অবস্থান করা। নফল ইতেকাফে মূলত ইবাদতে মনোনিবেশ করাই উদ্দেশ্য।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৪১

৩১. ইতেকাফ অবস্থায় কি পরিবারের সদস্যের মৃত্যু সংবাদে অংশ নেওয়া যাবে?

উত্তর: অতি প্রয়োজনীয় হলে এবং শরিয়তের বিধি মেনে ইতেকাফ থেকে বের হতে পারেন, তবে পরে ইতেকাফ পূরণ করতে হবে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৩২. ইতেকাফ অবস্থায় কি কুরআন হিফজ করা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফ অবস্থায় কুরআন হিফজ করা অত্যন্ত উত্তম ইবাদত। এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ২০৪২

৩৩. ইতেকাফের শেষে কি বিশেষ দোয়া করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফ শেষ করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা চেয়ে বিশেষ দোয়া করা উচিত। ইবাদতের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরকত যেন সারা জীবনের জন্য অব্যাহত থাকে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭২

৩৪. ইতেকাফ অবস্থায় কি নিজের পছন্দের খাবার দাবার আনা যাবে?

উত্তর: নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার মসজিদে আনা যায়, তবে সাদাসিধে খাদ্য গ্রহণই উত্তম। এতে ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৩৫. ইতেকাফ অবস্থায় কি নামাজের সময় ছাড়া স্থান পরিবর্তন করা যাবে?

উত্তর: নামাজ বা প্রয়োজনীয় কাজে মসজিদের অভ্যন্তরে স্থান পরিবর্তন করা যায়, তবে ইবাদতের মনোযোগ যেন বিরক্ত না হয়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

36. ইতেকাফে কোন সময় আল্লাহর কাছে বিশেষ দোয়া করার জন্য অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: রমজানের শেষ দশ দিনের ইতেকাফে বিশেষত লাইলাতুল কদরের সন্ধান পাওয়ার জন্য দোয়া করা হয়। এই সময়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বিশেষ দোয়া করতে বলা হয়েছে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১৬

৩৭. ইতেকাফ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও জিকিরের মাঝে কোনটি বেশি করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও জিকিরের গুরুত্ব বেশি। উভয়কেই অগ্রাধিকার দিয়ে সময় অনুযায়ী করা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৩৮. ইতেকাফে কারো কাছে থেকে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফকারী তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবারের সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি থেকে মসজিদের ভেতরেই গ্রহণ করতে পারেন।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৩৯. ইতেকাফকারী কি নফল ইবাদতে বেশি সময় দিতে পারেন?

উত্তর: অবশ্যই। ইতেকাফের সময় নফল নামাজ, তিলাওয়াত, এবং জিকির ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

৪০. ইতেকাফের সময় কি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বা ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফ অবস্থায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বা ফিকহ বিষয়ক আলোচনা শোনা বা অধ্যয়ন করা যাবে, যা আত্মার পরিশুদ্ধিতে সহায়ক।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৪১. ইতেকাফে থেকে কি ইবাদত ও আমলে আরও একাগ্রতা অর্জন করা সম্ভব?

উত্তর: ইতেকাফে থেকে ইবাদত ও আমলে আরও একাগ্রতা অর্জিত হয়। মসজিদের নির্জন পরিবেশে ইবাদত করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সহজ হয়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৩২

৪২. ইতেকাফে কোন রকম বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফ অবস্থায় দুনিয়াবি আলাপ, গীবত, এবং অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৪৩. ইতেকাফ কি তরুণদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী?

উত্তর: হ্যাঁ, তরুণদের জন্য ইতেকাফের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইবাদতে মনোযোগ, এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের শিক্ষা লাভ করা যায়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৪৪. ইতেকাফের জন্য নির্দিষ্ট সময় কি আবশ্যক, যেমন পুরো দশ দিন থাকতে হবে?

উত্তর: পুরো দশ দিন ইতেকাফ সুন্নত মোয়াক্কাদা, তবে কম সময়ও নফল হিসেবে পালন করা যায়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৪১

৪৫. ইতেকাফ শেষে কি বিশেষ কোনো দোয়া বা আমল করতে হবে?

উত্তর: ইতেকাফ শেষে আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহ মাফ, ইবাদত কবুল, এবং জীবনের জন্য ইমান ও আমলের দোয়া করা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

46. ইতেকাফের সময় ঘরে ফেরার নিয়ম কি?

উত্তর: ইতেকাফ শেষে, যদি এটি শেষ দশ দিনের সুন্নতি ইতেকাফ হয়, তবে ঈদের চাঁদ দেখা গেলে বা শাওয়ালের চাঁদ উদিত হলে মাগরিবের পর মসজিদ ত্যাগ করা যায়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

৪৭. ইতেকাফের সময় সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যাবে কি?

উত্তর: ইতেকাফ অবস্থায় সামাজিক দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে জরুরি প্রয়োজন হলে শরিয়াহর নির্দেশ মেনে খুব সীমিতভাবে তা করা যেতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৪৮. ইতেকাফের সময় যদি কারো পরিবারের সমস্যা হয়, তাহলে কি করণীয়?

উত্তর: ইতেকাফে মসজিদ ত্যাগ করা শরিয়তসম্মত নয়। তবে মারাত্মক জরুরি পরিস্থিতিতে বাইরে গিয়ে সমস্যার সমাধান করে পুনরায় মসজিদে ফিরে আসা যেতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৪৯. ইতেকাফে শারীরিক বিশ্রাম কি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফে পর্যাপ্ত শারীরিক বিশ্রামও ইবাদতের একটি অংশ হতে পারে, কারণ সুস্থ শরীরেই ইবাদতে মনোযোগ দেওয়া যায়।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭১

৫০. ইতেকাফের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি কি প্রয়োজন?

উত্তর: ইতেকাফের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ, ইবাদতে মনোনিবেশ করার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমন, কুরআন, ইসলামিক বই) সঙ্গে নেওয়া উত্তম।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৫১. ইতেকাফের সময় যদি কারো আত্মীয়-স্বজন মসজিদে দেখা করতে আসে, তবে কি তাদের সাথে দেখা করা যাবে?

উত্তর: অল্প সময়ের জন্য দেখা করা যেতে পারে, তবে দীর্ঘ আলাপ বা দুনিয়াবি আলোচনায় সময় ব্যয় করা উচিত নয়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৩৫

৫২. ইতেকাফে গীবত বা মিথ্যা বলা কি বড় গুনাহ?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফ অবস্থায় গীবত, মিথ্যা বলা ইত্যাদি বড় গুনাহ এবং ইবাদতের স্বচ্ছতা নষ্ট করে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৫৩. ইতেকাফে সময় কি অধিক দান-খয়রাত করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফে সময় নিজে অধিক ইবাদত করাই প্রধান, তবে কোনো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মসজিদের উন্নয়নে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৫৪. ইতেকাফে কি অযুর পরে নফল নামাজ পড়া যাবে?

উত্তর: অযুর পরে নফল নামাজ পড়া উত্তম, এবং এটি ইতেকাফকারীর ইবাদতের অংশ হতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

৫৫. ইতেকাফে বাচ্চাদের নিয়ে আসা কি ঠিক?

উত্তর: শিশুদের ইতেকাফে আনা উচিত নয় যদি তাদের উপস্থিতি ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটায়। তবে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং পর্যবেক্ষণের জন্য বয়স্ক শিশুদের আনা যেতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৫৬. ইতেকাফের সময় মোবাইলে ইসলামিক লেকচার বা কুরআন তিলাওয়াত শোনা যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, ইসলামিক লেকচার বা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারেন। তবে, এটি যেন ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য থেকে মনোযোগ সরিয়ে না দেয়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৫৭.ইতেকাফের সময় খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর: ইতেকাফে খাবার সরল ও সহজ রাখা উত্তম। মসজিদে ইবাদতের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৫৮. ইতেকাফের জন্য রাতের বিশেষ কোন আমল আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, রাতের সময় বিশেষ আমল যেমন তাহাজ্জুদ নামাজ, দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত এবং দোয়া করা উচিত। বিশেষত, লাইলাতুল কদরের সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের দোয়া করা উত্তম।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১৬

৫৯. ইতেকাফ অবস্থায় অন্য কাউকে ইসলামিক বিষয় শেখানো যাবে কি?

উত্তর: ইতেকাফের সময় অন্য কাউকে ইসলামিক বিষয় শেখানো যাবে, যদি তা ইবাদতের অংশ হিসেবে থাকে এবং মনোযোগকে ব্যাহত না করে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৬০. ইতেকাফ অবস্থায় ঘরের জরুরি কাজের জন্য মসজিদ ত্যাগ করা যাবে কি?

উত্তর: না, জরুরি না হলে ঘরের কাজের জন্য মসজিদ ত্যাগ করা যাবে না। ইতেকাফকারী শুধুমাত্র জরুরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মসজিদ ছাড়তে পারেন।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

৬১. ইতেকাফ অবস্থায় কি সময়মতো নিয়মিত নফল ও সুন্নত নামাজ আদায় করা উচিত?

উত্তর: অবশ্যই, সময়মতো নিয়মিত নফল ও সুন্নত নামাজ আদায় করা উচিত। এটি ইতেকাফের ইবাদতের অংশ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

৬২. ইতেকাফে কি বিশেষ কোনো পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

উত্তর: ইতেকাফের মাধ্যমে ইমান দৃঢ় হয় এবং পাপ থেকে দূরে থাকার বিশেষ সুযোগ মেলে, যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৬৩. ইতেকাফের সময় কি কুরআনের তাফসির পড়া যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, কুরআনের তাফসির পড়া উত্তম এবং এটি ইবাদতেরই অংশ। তাফসিরের মাধ্যমে কুরআনের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করা যায়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৬৪. ইতেকাফ অবস্থায় কোন বিশেষ দোয়া পড়া বেশি উপকারী?

উত্তর: ইতেকাফ অবস্থায় "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি" দোয়াটি বেশি উপকারী এবং বিশেষত লাইলাতুল কদরের সময় এই দোয়া বেশি পড়া উচিত।

রেফারেন্স: তিরমিজি, হাদিস ৩৫১৩

৬৫. ইতেকাফে সন্তানদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী করার উপায় কী?

উত্তর: ইতেকাফের অভিজ্ঞতা ছোট বাচ্চাদের জন্য শিক্ষামূলক হতে পারে। মা-বাবা ইতেকাফের মাধ্যমে সন্তানদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টা করতে পারেন, তবে এতে শিশুদের জন্য মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৬৬. ইতেকাফের সময় কি বিশেষভাবে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে?

উত্তর: ইতেকাফের সময় বিশেষভাবে গোনাহ থেকে বিরত থাকা জরুরি, কারণ এই সময়টি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নির্ধারিত। তাই, কথাবার্তায়, কাজে ও মনোভাবেও পবিত্রতা বজায় রাখা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

৬৭. ইতেকাফকারীর জন্য কি টয়লেটে যাওয়ার সময়ও কোন দোয়া রয়েছে?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফকারী টয়লেটে যাওয়ার সময় অন্যান্য সময়ের মতোই "বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িছ" দোয়াটি পড়তে পারেন।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ১৪২

৬৮. ইতেকাফের সময় কি বই পড়া যাবে?

উত্তর: ইসলামিক জ্ঞান বৃদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলামিক বই পড়া যায়। তবে দুনিয়াবি বিষয়ের বই পড়া ইতেকাফের মূল উদ্দেশ্য থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৬৯. ইতেকাফ অবস্থায় কি স্বপ্নের ব্যাখ্যা খোঁজা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফ অবস্থায় যদি কোনো স্বপ্ন দেখা যায়, তবে তার ব্যাখ্যা খোঁজার পরিবর্তে আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী থাকা উচিত। স্বপ্নের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া দরকার নেই।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৭০. ইতেকাফে নিজেকে কিভাবে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখা যায়?

উত্তর: ইতেকাফে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া, এবং কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করা যায়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

৭১. ইতেকাফে কোন ধরনের তাওবা ও ইস্তেগফার বেশি করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফে আল্লাহর কাছে নিজ গোনাহের জন্য তাওবা করা এবং "আস্তাগফিরুল্লাহ" ইস্তেগফার করা উচিত। বিশেষত, নিজের গোনাহের পূর্ণ ক্ষমা চাইতে হবে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ২০৪১

৭২. ইতেকাফে কি পরিবারের জন্য বিশেষ দোয়া করা যাবে?

উত্তর: অবশ্যই, ইতেকাফে পরিবারের মঙ্গল ও তাদের হেদায়েতের জন্য বিশেষ দোয়া করা যেতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৭৩. ইতেকাফে সেহরি ও ইফতার করার সময় কি আলাদা কোনো নিয়ম আছে?

উত্তর: সেহরি ও ইফতারের সময়ের জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই, তবে মসজিদে সময় মতো সেহরি ও ইফতার করা হয়। যথাসম্ভব সহজ খাদ্য গ্রহণ করা উত্তম।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৭৪. ইতেকাফে কোন ধরনের বিশেষ আমল করা উচিত যা অন্য সময়ে করা কঠিন?

উত্তর: ইতেকাফের সময় আল্লাহর সামনে গভীরভাবে নিজের অন্তরকে উন্মুক্ত করে তাওবা করা, মনোযোগ সহকারে দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত করা, এবং দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ পড়া বিশেষ আমল হিসেবে করা যেতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১৬

৭৫. ইতেকাফে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা উচিত কি?

উত্তর: ইতেকাফে দুনিয়াবি কোনো পরিকল্পনা না করে শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির এবং আখেরাতের জন্য আমল করার উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৭৬. ইতেকাফে অবস্থায় কি নিজের কর্মের হিসাব নেওয়া উচিত?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফের সময় নিজের জীবনের কাজ ও গোনাহের হিসাব নেওয়া উচিত। এটি আত্মশুদ্ধির জন্য সহায়ক এবং ভবিষ্যতে আল্লাহর পথে চলার প্রেরণা দেয়।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ২০৪২

৭৭. ইতেকাফের সময় লাইলাতুল কদরের বিশেষ দোয়া কী?

উত্তর: লাইলাতুল কদরের সময় "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি" দোয়াটি বিশেষ গুরুত্বসহকারে পড়া উচিত।

রেফারেন্স: তিরমিজি, হাদিস ৩৫১৩

৭৮. ইতেকাফ অবস্থায় কি শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, ইতেকাফের মাধ্যমে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হয়, কারণ মসজিদে সময় কাটিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী থাকলে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাব কমে যায়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

৭৯. ইতেকাফে মনোযোগ ধরে রাখার জন্য কি করা উচিত?

উত্তর: ইতেকাফে মনোযোগ ধরে রাখার জন্য নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, এবং জিকিরে সময় ব্যয় করা উচিত। আল্লাহর সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপনে এটি সহায়ক।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৮০. ইতেকাফ অবস্থায় কি আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীর (আসমা উল হুসনা) উপর চিন্তা করা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, আল্লাহর গুণাবলীর উপর চিন্তা করা ইতেকাফের অংশ হতে পারে। এটি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তার মহিমা বোঝার জন্য সহায়ক।

রেফারেন্স: তিরমিজি, হাদিস ৩৫০৯

৮১. ইতেকাফে আল্লাহর সাথে নিজস্ব কথোপকথন কীভাবে করা যায়?

উত্তর: আল্লাহর সাথে নিজস্ব কথোপকথন বা মুনাজাতের মাধ্যমে নিজের অনুভূতি, অনুতাপ, এবং প্রার্থনা পেশ করা যায়। এটি আত্মার প্রশান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

৮২. ইতেকাফে নফল রোজা রাখা কি আবশ্যক?

উত্তর: রমজানের ইতেকাফে অবশ্যই রোজা পালন করা হয়। তবে নফল ইতেকাফে নফল রোজা রাখাও সওয়াবজনক, যদিও এটি আবশ্যক নয়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৪১

৮৩. ইতেকাফ অবস্থায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করা কিভাবে সম্ভব?

উত্তর: আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ইতেকাফের সময় সৃষ্টির সুন্দর দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করা এবং আল্লাহর প্রশংসায় নিমগ্ন থাকা উত্তম।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৮৪. ইতেকাফ অবস্থায় পূর্বের গুনাহ মাফের বিশেষ কোনো দোয়া কি রয়েছে?

উত্তর: "আস্তাগফিরুল্লাহ" সহ বিভিন্ন ইস্তেগফার দোয়া পড়া উচিত। এতে গুনাহ মাফের আশা এবং আল্লাহর রহমত লাভের সুযোগ মেলে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ২০৪২

৮৫. ইতেকাফ কি একা করা উচিত নাকি আরও মানুষের সাথে করা ভালো?

উত্তর: ইতেকাফ একা করাই উত্তম, কারণ এতে আল্লাহর সাথে একান্ত সময় কাটানো যায়। তবে মসজিদে অন্য ইতেকাফকারীদের সাথে হলে একে অপরের ইবাদতে সহায়ক হওয়া যায়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৮৬. ইতেকাফ অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর রহমতের দোয়া করা উচিত কি?

উত্তর: হ্যাঁ, বিশেষত তাহাজ্জুদের সময় এবং ফজরের পর আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত চাওয়া উত্তম। এই সময়গুলোতে দোয়া দ্রুত কবুল হয়।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ৭৫৪

৮৭. ইতেকাফের সময় কি মনের ভেতরকার খারাপ চিন্তা দূর করার জন্য দোয়া করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, মনের খারাপ চিন্তা ও প্ররোচনা দূর করার জন্য দোয়া করা উচিত। "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ৩২৭

৮৮. ইতেকাফে মকবুল (কবুল) হওয়ার আলামত কী?

উত্তর: ইতেকাফ শেষে অন্তরে প্রশান্তি, আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, এবং জীবনে গোনাহ থেকে দূরে থাকার সংকল্প দেখা দিলে এটি ইতেকাফের কবুল হওয়ার আলামত হতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৮৯. ইতেকাফে দিনের কোন সময় বেশি ইবাদত করা উচিত?

উত্তর: ফজরের পর, আসরের আগে, এবং মাগরিবের আগে ও পরে ইবাদতে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই সময়গুলোতে ইবাদতের বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৯০. ইতেকাফে কি দৈনিক একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে ইবাদত করা ভালো?

উত্তর: হ্যাঁ, দৈনিক পরিকল্পনা করলে ইবাদতে একাগ্রতা বজায় থাকে এবং সময় নষ্ট হয় না। পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, জিকির, এবং নামাজ করা যেতে পারে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৯১. ইতেকাফে কিভাবে অন্তরের পবিত্রতা বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে নিয়মিত তাওবা, ইস্তেগফার, এবং আল্লাহর মহিমা উপলব্ধি করে অন্তরের পবিত্রতা বৃদ্ধি করা যায়।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

৯২. ইতেকাফ অবস্থায় দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কোন সময়ে?

উত্তর: লাইলাতুল কদরের রাতে, জুমার দিনে, এবং তাহাজ্জুদের সময় দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ২০৩৩

৯৩. ইতেকাফে যদি ভুলে কোনো পাপ কাজ করা হয়, তবে করণীয় কী?

উত্তর: ভুলে পাপ হলে সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

৯৪. ইতেকাফে থাকাকালীন পূর্ববর্তী গোনাহের জন্য অনুশোচনা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: পূর্ববর্তী গোনাহের জন্য অনুশোচনা করা ইতেকাফের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে সৎপথে চলার অঙ্গীকার করা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০৪২

৯৫. ইতেকাফ শেষে বাড়ি ফেরার পর কিভাবে নিজেকে আল্লাহর পথে ধরে রাখা যায়?

উত্তর: ইতেকাফের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিয়মিত ইবাদত করা, গোনাহ থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আমল বজায় রাখা উচিত।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৯৬. ইতেকাফে থাকাকালীন কি নামাজের পর দীর্ঘ মুনাজাত করা উচিত?

উত্তর: হ্যাঁ, নামাজের পর দীর্ঘ মুনাজাত করা উত্তম। এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ বাড়ায় এবং ইতেকাফের সময় আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ স্থাপনে সহায়ক।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ৭৫৬

৯৭. ইতেকাফের সময় দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে ভাবা কতটা প্রভাব ফেলে?

উত্তর: দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে বেশি ভাবা ইতেকাফের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হওয়া উচিত এবং দুনিয়াবি চিন্তা থেকে দূরে থাকা শ্রেয়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

৯৮. ইতেকাফের সময় বিশেষ কোন আমল করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে?

উত্তর: বিশেষভাবে সুপারিশকৃত আমল হলো কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ নামাজ, এবং লাইলাতুল কদরের দোয়া বেশি বেশি করা।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০১৬

৯৯. ইতেকাফে দুনিয়াবি আলাপ কি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বর্জন করা উচিত?

উত্তর: হ্যাঁ, দুনিয়াবি আলাপ ও সাধারণ গসিপ থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এটি ইবাদতে মনোযোগ কমাতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ১১৭৫

১০০. ইতেকাফ অবস্থায় কি পরিবারের জন্য বিশেষ দোয়া করতে পারা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, পরিবারের মঙ্গল এবং সবার জন্য হেদায়েতের দোয়া করতে পারা যায়। এটি ইতেকাফের সময় একটি পুণ্যময় কাজ।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৭

১০১.ইতেকাফের সময় পারিবারিক এবং পেশাগত চিন্তা থেকে কিভাবে দূরে থাকা যায়?

উত্তর: নিয়মিত তিলাওয়াত, জিকির, এবং আল্লাহর মহিমা নিয়ে চিন্তা করা পেশাগত ও পারিবারিক চিন্তা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

১০২. ইতেকাফে সময় কাটানোর জন্য কি পূর্বপরিকল্পনা করা ভালো?

উত্তর: হ্যাঁ, ইবাদত, তিলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া করার জন্য একটি পরিকল্পনা থাকলে সময়কে আরো সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায়।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

১০৩. ইতেকাফে যদি কারো সঙ্গী থাকে তবে কি একসাথে ইবাদত করা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, একসাথে কুরআন তিলাওয়াত বা জিকির করা যেতে পারে, তবে ব্যক্তিগত ইবাদতেও মনোযোগ থাকা উচিত।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি, হাদিস ২০২৮

১০৪. ইতেকাফে কি দোয়া কবুল হওয়ার জন্য বিশেষ সময়ে অপেক্ষা করা উচিত?

উত্তর: বিশেষ সময় যেমন তাহাজ্জুদ, জুমার দিন, এবং লাইলাতুল কদরে দোয়া করা দোয়া কবুলের জন্য সহায়ক হতে পারে।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম, হাদিস ২০৩৩

১০৫. ইতেকাফ শেষে কৃত ইবাদতকে কিভাবে অব্যাহত রাখা যায়?

উত্তর: ইতেকাফে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিয়মিত ইবাদত করা, দুনিয়াবি কাজের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং পরবর্তী রমজানের ইতেকাফের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

রেফারেন্স: ফিকহ গ্রন্থসমূহ

শেষ কথা :

ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই লোক দেখানো এবং দুনিয়াবী স্বার্থ পরিহার করে, শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ই'তিকাফ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শরী'আতের বিধান মেনে ই'তিকাফ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!